শীতপ্রধান দেশীয়া মহিলাগণ বিংশতিবর্ষ বয়সে যেরূপ যৌবন সীমায় উপস্থিত হন, আমাদের দেশীয়া বালিকাগণ ১৪ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বসেন; এজন্য আমাদের দেশীয়া রমণীগণের চতুর্দ্দশ এবং পুরুষগণের পক্ষ বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পরে বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু বিবাহের এই বয়সও ন্যূন কল্পে ধরা হইয়াছে সন্দেহ নাই; এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স হওয়া ভাল; ডাক্তারগণ ন্যূনকল্পে স্ত্রীলোকের চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনে বিবাহ হওয়া নিষেধ করিয়াছেন। যাহাহউক দেশ দিন দিন যেরূপ সভ্য হইতেছে এবং উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে এই কুপ্রথা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই বিদূরিত হইবে। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় বটে যে শীঘ্র শীঘ্র পুত্রকন্যা বিবাহ করাইলেই বধূটির দ্বারা সাংসারিক অনেক কার্য্যের সুবিধা হয়, এবং সর্ব্বাংশে পুত্রের ন্যায় একটি জামাতা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হওয়া যায়, কিন্তু এই একটু অকিঞ্চিৎকর উপকারের তুলনায় সর্ব্বনাশের ভাগ যে কত অধিক তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যেমন শীঘ্র বধূটি আনিয়া গৃহকার্য্যের সুবিধা-বিধান হয়, তেমন আবার নিজ কন্যাকেও শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিতে হয়। একদিকে অভাব ঘটাইয়া অন্যদিক দিয়া তাহা পূর্ণকরা হয়, অতএব বাল্য-বিবাহ না দিলে কন্যা দ্বারাই অধিক দিন গৃহকার্য্যের সহায়তা চলিতে পারে।

মহাপাপ বাল্যবিবাহ যাহাতে শীঘ্র দেশ হইতে দূর হয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এজন্য বিশেষ কোন গ্রন্থ রচনা কিম্বা বৃহৎ বৃহৎ বক্তৃতা প্রদানের কোন প্রয়োজন করে না, কেবল নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা লোকদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট কার্য্য সাধন করা হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি এরূপ সঙ্কল্প করেন যে পুত্র কন্যাকে কখনই প্রদান করিব না, তবেই এই কুপ্রথা চলিয়া গিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ-প্রথা দেশে সংস্থাপিত হইতে পারে এবং উপযুক্ত বয়ঃক্রমে বিবাহের সুফল দৃষ্ট করিয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের তৎপ্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।

যদিও বাল্যবিবাহ প্রথার কুফল ভিন্ন সুফল কিছুই দৃষ্ট হয় না, তথাপি বাল্যবিবাহের স্বপক্ষগণকে কখন কখন এরূপ বলিতে শ্রুত হওয়া যায় যে বাল্যবিবাহ দ্বারা দেশে ব্যভিচার পাপ অনেক নিবারিত হইতেছে, বাল্যকালে বিবাহ না হইলে অবিবাহিতা যুবক যুবতীর চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে। এটী অতি ভ্রমপূর্ণ বাক্য, কেননা বিবাহিত ব্যক্তিগণের বরং কখন কখন চরিত্রে দোষ ঘটিতে অধিক দৃষ্ট হয়, অবিবাহিত অল্পবয়স্ক বিদ্যাশিক্ষারত যুবকগণ কখনই কুচরিত্রান্বিত হইয়া উঠিতে দেখা যায় না। তবে সৎশিক্ষার অভাব হইলে সকল অবস্থাতেই লোকের চরিত্রে দোষ ঘটিতে পারে। রমণীগণও যদি অধিক বয়স পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরে বিবাহিতা হন তবে তাহাদের চরিত্র মন্দ হওয়া দূরে থাকুক বরং অনেক উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২২ সংখ্যা। } আষাঢ় ১২৯০—জুলাই ১৮৮৩। { ৩য় কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ স্থলে এবৎসর ৩০০ প্রার্থী উপস্থিত হন, তন্মধ্যে দশমাংশ অর্থাৎ ৩০টী মহিলা। পুরুষ এবং স্ত্রী প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রকার ঈর্ষ্যাভাব লক্ষিত হয় নাই। চিকিৎসা-শাস্ত্রে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা উপাধি লাভ করেন, তন্মধ্যে বিবী এম, এ, ডি, সার্লিব একজন প্রধান। তিনি এম বি, বি এস উপাধি এবং একটী মেডাল দ্বারা ভূষিত হন। এই রমণী ভারতবর্ষ হইতে ডাক্তারী বিদ্যা শিখিতে ইংলণ্ডে যান, শীঘ্র মান্দ্রাজে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় খুলিবেন। কুমারী এডিথ্ ঘোষ নাম্নী আর একটী রমণীও তাঁহার সহিত এক উপাধি প্রাপ্ত হন। বিলাতে স্ত্রীলোক-দিগের জন্য একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় আছে, তাহার অধ্যক্ষ বিবী গারেট আণ্ডার্সন এম ডি উক্ত রমণীদ্বয়কে উপাধি বিতরণ সভার সভাপতির নিকট উপস্থিত করেন।

আসিয়ার মধ্যে জাপান যে একটী সভ্যদেশ ইহা ইউরোপীয়েরাও স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এই সভ্যতার একটী প্রধান কারণ তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের উন্নত অবস্থা তাহার সন্দেহ নাই। সম্প্রতি ৩০০ জাপান রমণী একটী সভা করিয়া আপনাদিগের স্বত্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার

জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ভারতবাসিনীগণ এ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি মৎস্য ধরিবার বিবিধ কৌশলের এক প্রদর্শনী হয়, তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশীয় ধীবর তাহাদিগের নানা জাতীয় জাল, ছিপ, বড়সী প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া উপস্থিত হয়, প্রিন্স অব্ ওয়েলস মেলা খুলিয়া দেন। ভারতবর্ষীয় (Fisheries) মৎস্য শিকার বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ডে এদেশের ধীবরদিগের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ভারতবর্ষীয় মৎস্যজাতি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

বিবী ব্রিজেস নাম্নী এক মহিলা পুরাতন ও নূতন পৃথিবী ভ্রমণানন্তর তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে কাশ্মীর, কাসগার ও তিব্বৎদেশের লামাদিগের বিশেষ বিবরণ আছে। ইউরোপের কেবল পুরুষগণ নয়, নারীগণও নানাদেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহার অনুসন্ধান করিয়া প্রচার করিতেছেন, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে।

গত ২৪এ মে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লৌহ সেতু নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা আমেরিকার নিউইয়র্ক ও ব্রুকলিন নগর সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা এত উচ্চ যে ইহার নিম্নদেশ দিয়া বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সকল অনায়াসে যাইতে পারে।

সিন্ধুনদের উপর আটক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। মহাবীর সেকন্দর এই আটকে আসিয়া আটকাইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত ইহা ভ্রমণকারীদিগের পথের একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এক্ষণে স্থলপথে কলিকাতা হইতে পেসোয়ার পর্য্যন্ত অনায়াসে গমনাগমন করা যাইতে পারিবে।

ইংলণ্ডে তৌর্য্যত্রিক বিদ্যার তাদৃশ চর্চ্চা ছিল না, সম্প্রতি রাজকীয় সনন্দ পত্র অনুসারে তথায় একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজপরিবার বিশেষতঃ আমাদিগের যুবরাজ বিস্তর চেষ্টা করিয়া ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

যুবরাজ ইংলণ্ডে সম্প্রতি ভারতবর্ষের উপকারজনক দুইটী কার্য্যের নেতৃত্ব ভার সম্পাদন করিয়াছেন (১) অক্স্‌ফোর্ড ইনষ্টিটিউট, (২) নর্থব্রুক ইণ্ডিয়ান ক্লব খুলিয়া দেওয়া। প্রথমটীর প্রধান উদ্যোগী অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ম্‌স। ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়া-

ছিলেন। সার টমাস ব্রাসী নামে এক ব্যক্তি ইহাতে ৯০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। নর্থব্রুক ক্লবে ভাউনগরের রাজা লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের শিক্ষার সাহায্য দান, এদেশীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের সদ্ভাব সংস্থাপন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় আলোচনা এই দুইটী অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাল্যক্রীড়া।

(গত প্রকাশিতের পর)

ক্রীড়া স্থলে পুষ্করিণী খনন, তাহা জলপূর্ণ করণ ও তাহার প্রতিষ্ঠা করা শেষ হইল। তত্তীরে পিষ্টোদক (পিটুলী) দ্বারা জোড় বাঙ্গালা * অর্থাৎ শিবমন্দির, তন্মধ্যে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। পুষ্প-নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ দ্বারা শিব পূজা সমাপ্ত হইল, এক্ষণে প্রার্থনা করিতে হইবে। বালিকা যোড়হাত করিয়া শিবের নিকট প্রার্থনা করিতেছে :—

"হে শিব শঙ্কর জগতের নাথ,
কেহ যেন নাহি পড়ে মূর্খের হাত।"

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী বালিকার এই প্রার্থনার অন্তর্মর্ম্ম কি? তাহাহইলে দূরদর্শী বিজ্ঞ লোকে উত্তর দিবেন যে, উক্ত প্রার্থনার মর্ম্ম অতি গূঢ়। বালিকা স্বীয় ও পরকীয় ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মঙ্গলবিধাতা পরাৎপর পরমেশ্বরের সেবা করিতেছে। এরূপ সেবা-প্রকৃতি, ধর্ম্ম-প্রকৃতি, উপাসনা-প্রকৃতি ও পরহিত-প্রকৃতি যদি বালিকার জীবনে উদ্ভূত হয়, তবে তাহার সংসার ভবিষ্যতে সোনার সংসার হইবার সম্ভাবনা।

বালিকা পুনর্ব্বার করপুটে বলিতেছে :—

"শীল, শীলতা শীলবতী শীল আছে ঘরে,
স্বপ্নেতে গৌরী বলেন নারী কি বের্ত্ত করে।
অখণ্ড বিল্বদল তোলা গঙ্গাজল,
তাই পেলে তুষ্ট হন ভোলা মহেশ্বর।"

শীল—সদাচার। শীলতা—সদনুষ্ঠান। বের্ত্ত—ব্রত। তোলা—উত্তোলন বা উদ্ধৃত। ভোলা—আশুতোষ।

যে নারীর শীলতা ও সদনুষ্ঠান থাকে, তাহাকে শীলবতী বলে। শীলবতী হইবার জন্য, সুশীলা হইবার জন্য, প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই, কেন না

*এই যোড় বাঙ্গালা নামক শিবমন্দিরের গঠন-প্রণালী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালের শিবমন্দিরের গঠনপ্রণালী আধুনিক মন্দির গঠন প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিন্ ভিতে দুই মন্দির মস্তক ⩓ ইত্যাকারে গঠিত হইত।

তাহা ঘরেই আছে অর্থাৎ আপনার যত্ন ও ইচ্ছার উপর অবস্থিত আছে, কিম্বা পিতা মাতার নিকট অনায়াসে শিক্ষা করা যাইতে পারে। গৌরী দেবী অর্থাৎ ঈশ্বর-শক্তি যেন একথা ব্রতকারিণী নারীদিগকে স্বপ্নে উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে, আশুতোষ পরমেশ্বরের সেবার জন্য জীবের অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না, গঙ্গাজল ও বিল্বদল আহরণ করিতে পারিলেই তাঁহাকে প্রসন্ন করা যায়। এমন সুগম উপায় থাকিতে নারী কি জন্য অন্য ব্রত করে অর্থাৎ এই মহেশ্বর সেবারূপ যে সহজ ব্রত, তাহা করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। *

এইরূপে শিবপূজা সাঙ্গ হইল। সম্মুখে ১০টী পুত্তলিকা অঙ্কিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে। অঙ্কিত দশটী পুতুলকে সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ, কৌশল্যা, কুন্তী, অন্নপূর্ণা, পৃথিবী, গঙ্গা ও দুর্গা কল্পনা বা ভাবনা করা হইল। আতপ তণ্ডুল, দূর্ব্বা ও পরিষ্কার জল প্রস্তুত হইল। এক্ষণে কামনা। বালিকা এক একটী পুতুল ধরিতেছে, আর কামনা করিতেছে।

১। সীতার মতন সতী হই।
২। রামের মতন পতি পাই।
৩। লক্ষ্মণের মতন দেবর পাই।
৪। দশরথের মতন শ্বশুর পাই।
৫। কৌশল্যার মতন শাশুড়ী পাই।
৬। কুন্তীর মত পুত্র পাই।
৭। অন্নপূর্ণার(পাঠান্তরে দ্রৌপদীর) মতন রাঁধুনী হই।
৮। পৃথিবীর মতন ধৈর্য্যবতী হই।
৯। গঙ্গার মতন শীতল হই।
১০। দুর্গার মত সোহাগী হই।

বালিকার এই আশ্চর্য্য কামনা শুনিয়া আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হয়। দশটীর একটী কামনাও যদি কাহারও ভাগ্য-বশতঃ পূর্ণ হয়, তাহা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ। সীতার মত সতী হওয়া অল্প ভাগ্যের ফল নহে। চিরজীবন দুঃখ ও পরীক্ষার মধ্যে সীতা সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কেমন রক্ষা করিয়াছেন! রামের মত পতি কত গুণের আধার ও প্রীতির আস্পদ তাহা সীতাই জানিতেন। লক্ষ্মণের মত দেবর পাওয়া সামান্য তপস্যার ফল নহে। লক্ষ্মণ জননীর ন্যায় সীতার সেবার জন্য কোন ক্লেশ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হন নাই। দশরথের মত শ্বশুর এবং কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাইলে পিতৃমাতৃশোক বিস্মৃত হওয়া যায়। কুন্তীর মত পুত্র পাইলে পৃথিবীও আপনাকে ধন্যা মনে করেন। কুন্তী নিজে যা ইচ্ছা তা হউন, তাঁহার পুত্রগুলি অতি চমৎকার। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের সাধুতার তুলনা নাই। ভীম ও অর্জ্জুনের

* এই সকল পুরাতন প্রথা দেখিলে পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ আকারে গঠিত ছিল, তাহা উত্তম রূপে কল্পনা করা যায়। গঙ্গাজল ও বিল্বদলের প্রতি লোকের এখনও পর্য্যন্ত সমূহ ভক্তি দেখা যায়। এই দুইটী দ্রব্যের উপকারিতাই ইহা-দিগের প্রতি ভক্তি উদ্দীপনের কারণ সন্দেহ নাই।

বীরত্ব জগৎবিখ্যাত। অন্নপূর্ণা বা দ্রৌপদীর ন্যায় পাকবিজ্ঞান-দক্ষা নারী নরলোকে দুর্লভ। এক্ষণকার নারীরা গায়ে ঘাম হইবে, অগ্নির তাপ লাগিবে, চক্ষে ধোঁয়া লাগিবে, শরীরের লাবণ্য গলিয়া যাইবে, বলিয়া রাঁধিবার কামনা করিবেন না, কিন্তু পূর্ব্বকালের রমণীরা রাঁধিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। যাঁহাদের উত্তম পাকশক্তি থাকিত, তাঁহারা মান্যগণ্যা ও আদরণীয়া হইতেন। তাহাতেই তাঁহারা আপনাদিগকে সুখিনী বোধ করিতেন। এক্ষণে যেমন সময়, তদনুরূপ মন্ত্র রচনা করাই উচিত। এখন যদি কোন বালিকা পুণ্যিপুকুরের দশ পুতুল পূজা করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে "রাঁধুনী হই" পরিবর্ত্তে "রাঁধুনী পাই" বলিয়া দিতে হইবে।

"পৃথিবীর মতন ধৈর্য্যবতী হই" এ কামনার মহৎ ভাব মনে করিলে হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। জগদীশ্বর যদি অন্ততঃ এই কামনাটী পূর্ণ করেন, তাহা হইলে অনেক সংসারের কষ্ট নিবারণ হয়। গঙ্গার মতন শীতল হইলেও অনেক দ্বিভার্য্য পুরুষ বাঁচিয়া যান। গঙ্গার সপত্নী দুর্গা। শিব দুর্গাকেই ভালবাসেন। তাহা দেখিয়া শুনিয়াও গঙ্গা শীতল। এক দিনের জন্যও গঙ্গা উত্তপ্ত হন নাই। আর তাহার বক্ষে বসিয়া কত লোকে কত প্রকার অত্যাচার করিতেছে, কিন্তু গঙ্গা শীতল, সকলই সহ্য করেন, কাহাকেও কিছু বলেন না। দুর্গার ন্যায় সোহাগী (সৌহার্দ্দবতী) অর্থাৎ পতিপ্রিয়া হইতে পারিলে নারী জীবন সার্থক বটে। পরন্তু যে গুণে তিনি পতিপ্রিয়া হইয়াছিলেন, এস্থলে সেই গুণ গুলির কামনা করা উচিত ছিল।

এইরূপে দশ পুতুল-পূজা শেষ হইল। বালিকা এখন পূর্ব্বকৃত পুষ্করিণীতে জলচর পক্ষীদিগের জন্য শৈবাল ভাসাইয়া দিতেছে।

"হেলেঞ্চা কল্মী লক্ লক্ করে;
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মরে পক্ষী শুকোয় বিল,
সোণার কৌটা রূপার খিল।"

হেলেঞ্চা=হিনচে শাক। কল্মী =তন্নামে বিখ্যাত শাক। লক্ লক্= সর্পফণার ন্যায় দোদুল্যমান। শুকোয় =শুষ্ক হয়।

এ মন্ত্রটীর মধ্যে কোন নিগূঢ় ভাব দেখা যায় না। এইটী কেবল বালিকাদিগের উপযুক্ত কথা মাত্র।

ইহার পরেই বালিকা পুষ্করিণীতীরে রোপিত বৃক্ষগুলির মূলে জল দিতেছে। তন্মধ্যে যে একটী তুলসী বৃক্ষ ছিল, তন্মূলে জল দিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতেছে :—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ,
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।
তোমার শিরে ঢালি জল,
টুটে যাক্ গে যমের বল॥"

বহুল তুলসীগাছ সেবা করিলে যে যমের বল টুটে, একথা আমরা অগ্রাহ্য

করিতে পারি না। তুলসী গাছের অনেক গুণ আছে। তুলসীগাছের হাওয়ায় মলারিষ্ট অর্থাৎ ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়। তুলসীপত্রের রসে অনেক রোগ হ্রাস হয়। তুলসীর মূলে বিষ নাশ হয় এবং মঞ্জরীতে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির দমন হয়। ১০।১৫ টা তুলসী পাতা পিষিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে এক মাসের মধ্যে অম্ল-রোগের শান্তি হয়।

বৃক্ষেরা দিবাভাগে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে তাহা পরিত্যাগ করে। ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্যেরা যেমন বিশুদ্ধ বাহ্য বায়ু গ্রহণ করে এবং শরীরস্থ দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করে, বৃক্ষেরাও সেইরূপ দিবাভাগে আত্মহিতোপযোগী বাষ্পাকার পদার্থনিচয় আকর্ষণ করিয়া লয় এবং রাত্রিকালে আবার স্বশরীরান্ত-র্গত দুষ্ট বাষ্পাকার পদার্থসকল বাহির করিয়া দেয়। বৃক্ষেরা রাত্রিকালে দুষ্ট বাষ্প পরিত্যাগ করে বলিয়াই শাস্ত্র-কারেরা রাত্রিকালে বৃক্ষতলে শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আম্র প্রভৃতি কয়েক প্রকার বৃক্ষের ঐ দোষ অধিক; কিন্তু বিল্ব ও তুলসী প্রভৃতি কয়েক প্রকার বৃক্ষের উক্ত দোষ আদৌ নাই। উহারা সর্ব্বদাই অমৃতময় বাষ্প বিতরণ করে। এই কারণে বৈদ্যেরা তুলসী বৃক্ষের বাতাসে ভূত ও গ্রহবৈগুণ্য নষ্ট হয় বলিয়া থাকেন এবং সেই কারণেই বালিকারা "তোমার শিরে ঢালি জল, টুটে যাক্ গো যমের বল।" বলিয়া থাকে।

ইহার পরেই বালিকা ব্রত সমাপ্ত করিয়া করপুটে বলিতেছে:—

"পুণ্যিপুকুর কর্‌লাম আমি,
বর দেও গো প্রভু তুমি।
চন্দ্র সূর্য্যির আলো,
(অমুকী) পূজা করে জগতের ভালো।"

এই শেষ মন্ত্রের ভাব অতি উদার। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন জগতের উপকারার্থ আলোক বিতরণ করেন, বালিকাও সেইরূপ জগতের উপকারার্থ পুণ্যি-পুকুর পূজা করিতেছে। বালিকা যে নিজের উপকার চিন্তা না করিয়া জগতের উপকার চিন্তা করিতে শিখি-তেছে, ইহা দেখিয়া আমাদের হৃদয় লজ্জায় কুঞ্চিত হইয়া যায়। হায় হায়! আমরা বালিকা থাকিলাম না কেন?

পূর্ব্বকালের গৃহিণীরা এইরূপ নানা-বিধ ব্রত নিয়মঘটিত খেলা রচনা করিয়া স্বীয় কন্যা দৌহিত্রীদিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহারাও উহাতে আমোদের সহিত রত হইত। ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে অনেক-গুলি ধর্ম্মভাব ও গার্হস্থভাবের সূক্ষ্ম অঙ্কুর উৎপন্ন হইত। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে সেই সকল অঙ্কুরকে শাখা প্রশাখান্বিত করিতে বড় ক্লেশ পাইতে হইত না।

পুণ্যিপুকুর ব্রতের ন্যায় পূর্ব্বে যম-পুকুর, চন্দন চাঁপা, ধনগছান, গুপ্তধন দান প্রভৃতি অনেকগুলি বাল্যব্রত ছিল। পাঠক পাঠিকাগণ যদি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

নারীচরিত।

ম্যাডাম ড ষ্টে'ইল।

ফ্রান্সদেশের রাজধানী পারিস্ নগরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রেল ম্যাডাম্ ড ষ্টে'ইলের জন্ম হয়। ইনি বিখ্যাত ফরাসী রাজস্ব-মন্ত্রী নেকারের কন্যা। তৎকালে এদেশের বালিকাগণ রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসাশ্রমে আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। কিন্তু ষ্টে'ইলের পিতা মাতা প্রোটেষ্টান্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এজন্য তাঁহারা গৃহে রাখিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। ম্যাডাম নেকারের বাটীতে যাঁহাদিগের গতায়াত ছিল, তাঁহারা তাঁহার কন্যার অল্প বয়সেই ধী-শক্তির প্রাখর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতেন ও কন্যার সহিত সদালাপ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন। মাতার দৃষ্টান্তে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহারও গাঢ় ভক্তি ছিল। সতত বিদ্বান্ ও গুণবান্ লোকদিগের সংসর্গে তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও অসাধারণ মানসিক শক্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তাঁহার ভাষা নারীজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাস ও কোমলতায় পরিপূর্ণ। পিতৃভক্তি তাঁহার অতি প্রগাঢ় ছিল। তাঁহার মাতা অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হন, সুতরাং এস্থলে বলা বাহুল্য যে দেশের বড় বড় বংশের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। কুমারী নেকারের বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন স্বয়ং ফ্রান্স রাজ্ঞী এণ্টোইনে মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া, ফরাসী রাজসভায় সুইডিস রাজদূত ব্যারন্ ড ষ্টে'ইল্ হলসটিনের সহিত তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। ষ্টে'ইল সুন্দর, সুশিক্ষিত যুবা পুরুষ। যদিও তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না, কিন্তু তিনিও প্রোটেষ্টান্ট বলিয়া এবং পাছে কোন ক্যাথলিকের হস্তে সম্পদ বিত্তাদি পড়ে, এই ভয়ে নেকারও উক্ত বিবাহে আপনার সম্মতি দান করিলেন।

এই সময় বাদ বিসম্বাদ ও হত্যাকাণ্ডে ফ্রান্স ছারখার হইতেছিল। বিবী ষ্টে'ইলের স্বভাব ও শিক্ষা এমন নয় যে তিনি সেই অবস্থায় মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। স্বাধীনতা তাঁহার পরম নিধি, সেই স্বাধীনতার জন্য তিনি সকলই উৎসর্গ করিলেন। ১৭৮১ অব্দে তাঁহার পিতা নির্ব্বাসিত হন, পর বৎসর যদিও তিনি প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু রাজকীয় কার্য্য হইতে এককালে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রবস্‌পিয়র যখন স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন, ম্যাডাম্ ষ্টে'ইল নিজ জীবন নাশ আশঙ্কা সত্ত্বেও বহুসংখ্যক লোককে

তাঁহার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা পান ও রাজমহিষীর পক্ষ হইয়া অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে হত্যাকাণ্ড ও মহাকোলাহলে যখন দেশ টলায়মান, তিনি পারিস্ হইতে পলায়ন করিয়া কপা নামক স্থানে গিয়া পিতার আলয়ে আশ্রয় লন।

১৭৯৮ সালে ষ্টেইলের পতিবিয়োগ হয়। স্বামীর সহবাসে ইনি অধিককাল থাকিতে পারেন নাই। আপনার সন্তানগুলির শিক্ষাদান ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষার্থে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে হইত। কিন্তু পীড়ার সময় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আগমন করেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী ছিলেন।

১৭৯৭ অব্দে নেপোলিয়নের সহিত ষ্টেইলের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ তাঁহার অনুরাগিণী হন; কিন্তু অবশেষে সেই অনুরাগ ভয় ও ঘৃণায় পরিণত হয়। তাঁহার বিপক্ষতাচরণে সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পারিস্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কপাতে গিয়া ষ্টেইল পিতার সহিত বাস ও বিদ্যানুশীলনে অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ১৮০৩ অব্দে যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি ইটালী ও জর্ম্মণি দেশদ্বয়ে ভ্রমণার্থ যাত্রা করেন। তাঁহার কৃত বিখ্যাত "Corinne" এবং "Germany" নামে গ্রন্থদ্বয় উক্ত পর্য্যটনের ফল। শেষোক্ত গ্রন্থ পুলিষ কর্ত্তৃক নষ্ট হয় এবং গ্রন্থকর্ত্রীকে কেবল ইহারই নিমিত্ত ফরাসী দেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। কপায় অবস্থিতি কালে ড রোবন নামে এক যুবক কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার পুনরায় বিবাহ হয়। এই বিবাহে তিনি অধিকতর সুখী হইয়াছিলেন। ফরাসী দেশ হইতে দূরীকৃতা হইয়া তিনি সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে পারিস নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। রসো ও ভল্‌টেয়ারের পর কোন ফরাসী গ্রন্থকর্ত্তা লিপিনৈপুণ্যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, ইহা সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। তাঁহার রচনার মধ্যে "কোরিন্," "ডেলফিন," "জর্ম্মণি," "দশবর্ষ নিবাসন" এবং "ফরাসী বিপ্লব-আলোচনা" নামে গ্রন্থ গুলি অতি সুবিখ্যাত।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তিনি এই রূপ লিখিয়াছেন—স্বভাব ও সমাজ নারীকে কষ্ট ভোগ করিতে শিখায়। সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ যে স্বার্থত্যাগ তাহা স্ত্রীজাতির জীবনাদর্শ ও পরম সুখের কারণ, অপরের গৌরব ও সৌভাগ্যই তাহার সুখ।

এ দেশের প্রাচীনা নারীগণের জীবনে উপরিউক্ত কথাগুলির সাক্ষ্য জাজ্বল্যমান, বঙ্গকুলবালা মাত্রেরই হৃদয়ে উহা যেন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকে।

পতিনিন্দায় সতীর প্রাণত্যাগ।

সতী দক্ষরাজার কনিষ্ঠা কন্যা, দেবাদিদেব শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ভৃগুমুনির অনুষ্ঠিত একটী যজ্ঞস্থলে শিব ও দক্ষ উভয়েই আহূত হন, তাহাতে শিব শ্বশুরের প্রতি বিশেষ সম্মাননা প্রদর্শন করেন নাই। ইহাতে দক্ষের মনে বিজাতীয় রাগের উদ্রেক হইল। তিনি বাটীতে আসিয়া এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং শিবকে অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া আর সকল দেবতা ও মুনিঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দেবর্ষি নারদের উপর নিমন্ত্রণের ভার অর্পিত হইল। তিনি বড় কলহপ্রিয়। নিমন্ত্রণ করিতে করিতে কৈলাস পর্ব্বতের নিকট দিয়া যাইবার সময় মনে করিলেন শিব খুড়াকে একবার সংবাদটা দিয়া যাই, নতুবা মন সুস্থির হইতেছে না। পরে খুড়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবিস্তার সমস্ত বর্ণন করিলেন এবং তাঁহার মনকে একটু উত্তপ্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ভোলানাথের মেজাজ তখন ঠাণ্ডা ছিল, তিনি কিছু মনে না করিয়া নারদকে গম্ভীর ভাবে কেবল এই কথা বলিলেন "তোমার-খুড়ীকে এ সংবাদটা দিও না।" নারদ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিষম বিপাকে পড়িলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "খুড়ীমাকে এত বড় খপরটা না দিয়া কেমন করিয়া উদরের অন্ন জীর্ণ করিব।" পরে শিবের অগোচরে তাঁহার নিকট গিয়া কেবল দক্ষযজ্ঞের সংবাদটী দিয়া প্রস্থান করিলেন। পিতৃগৃহে যজ্ঞ, সতী পণ করিয়া বসিলেন তথায় যাইতেই হইবে। শিব নারদের কাণ্ড বুঝিতে পারিয়াও পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়াটা ভাল হয় না। সতী বলিলেন পিতার গৃহে কন্যা যাইবে, তাহাতে আবার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা কি? তাঁহাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া মহাদেব নন্দীকে বলদ সাজাইতে বলিলেন এবং ভগবতী ম্লানমুখে ম্লানবেশে তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিলেন। পথে ধনেশ্বর কুবেরের সহিত তাঁহার সাক্ষৎ হইল। কুবের বলিলেন "মা এবেশে তোমাকে যাইতে দিব না।" পরে নানা প্রকার মণিমুক্তা ও স্বর্ণাভরণে তাঁহাকে সাজাইয়া দিয়া বিদায় করিলেন। সতীকে আসিতে দেখিয়া জননী প্রভৃতির মনে বড় আনন্দ হইল, কিন্তু তাঁহার পিতার মুখভারী হইল এবং তাঁহার ভগিনীগণ * ভিখারীর পত্নীর এত ঐশ্বর্য্য

* অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্র দক্ষরাজের কন্যা ও চন্দ্রের পত্নী বলিয়া খ্যাত।

দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। যাহাহউক সতী আপনার মনের ক্লেশ মনোমধ্যে গোপন পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। যজ্ঞের দিন উপস্থিত হইল। সভামণ্ডপ অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মুনি ঋষি সকলে সমবেত। সেই স্থলে দক্ষ মনের রুদ্ধ স্রোত খুলিয়া দিলেন এবং আপনার কনিষ্ঠা কন্যাকে উপলক্ষ করিয়া পরুষ-বাক্যে শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। সতী পিতার ক্রোধ শান্তি করিবার জন্য মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে দক্ষের ক্রোধানল নির্ব্বাণ না হইয়া শত গুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি অবক্তব্য কটুবাক্যে শিবকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সতী অবাক্, স্পন্দহীন, ক্রমে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর, পরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন—দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বিনিঃসৃত হইয়া গেল। যজ্ঞস্থলে হাহাকার! তাড়িত-বেগে শিবের নিকট সংবাদ গেল। শিব ভূতগণ সহ তাঁহার সেনাপতি বীরভদ্রকে পাঠাইলেন, যজ্ঞ পণ্ড ও যজ্ঞস্থল লণ্ড ভণ্ড হইল। অবশেষে পত্নী-বিয়োগ-বিধুর শিব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া সতীর মৃতশরীর স্কন্ধে করিয়া লইলেন এবং সেই অবস্থায় উন্মত্তের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শিবকে সচেতন করিবার জন্য বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীদেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তাহা ৫১ খণ্ডে বিভক্ত হইল এবং এক এক খণ্ড যে যে স্থানে পড়িল, তাহা এক এক পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। এইরূপে ভারত-বর্ষে ৫১ পীঠ বা মহাতীর্থের সৃষ্টি হইল।

পুরাণে শিব-দয়িতা সতীর প্রাণত্যাগের যে আখ্যায়িকা আছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ইহাতে পতি পত্নীর গাঢ় প্রেমানুরাগের জাজ্বল্যমান প্রমাণ কে না দেখিতে পান? সতী শিবের জন্য প্রাণ দিলেন এবং শিব তাঁহার মৃতদেহটী স্মরণ-স্তম্ভরূপে স্কন্ধে করিয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পতি পত্নীর এরূপ অনুরাগ প্রত্যনুরাগ যোগ্য ও প্রশংসনীয় বটে। কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল না। সতীর দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইল কেন, ইহা অনুধাবন পূর্ব্বক চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সতীর দেহেত কেহ আঘাত করে নাই, সতীরত কোন পীড়া হয় নাই, তবে মৃত্যু কেন? সতী উদ্বন্ধনে কি জলমগ্ন হইয়া আত্মঘাতী হন নাই। তাঁহার মৃত্যু আকস্মিক বটে, কিন্তু স্বাভাবিক। পতির প্রতি অবজ্ঞা ও নিন্দাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক নব্যা রমণী স্ত্রীলোকের মৃত্যুর এরূপ কারণ শুনিয়া অসম্ভব মনে করিয়া হাস্য করিতে পারেন। পতির দুঃখে যাঁহাদের দুঃখ হয় না, পতির অবমাননায় যাঁহাদিগের ক্লেশ বোধ হয় না, প্রত্যুত পতিকে ক্লেশগ্রস্ত, বিপদাপন্ন ও অব-মানিত করিয়া যাঁহারা আপনাদিগের

সুখ ও গৌরববর্দ্ধনে প্রয়াস পান, পতির নিন্দা শ্রবণে তাঁহাদিগের কি আসে যায়? বরং অন্যে পতিকে নিন্দা করিলে তাঁহারা তাহার সহিত আরও দশবিশটি দোষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিন্দাটী মনের মত ঘোরাল করিয়া লন। কিন্তু যাঁহারা পতিপ্রাণা রমণী, তাঁহারা পতির জীবনেই জীবিত থাকেন পতির সুখে সুখ, পতির দুঃখে দুঃখ, পতির গৌরবে গৌরব এবং পতির অপমানে অপমান অনুভব করিয়া থাকেন। প্রাণ অপেক্ষা পতি ও তাঁহার গৌরব যাঁহার প্রিয় হয়, পতির অবমাননায় তাহার প্রাণে যে কি আঘাত লাগে, তাহা সেই জানে, অন্যে কি বুঝিবে? সে মর্ম্মান্তিক আঘাতে মৃত্যু হওয়া কখনও অসম্ভব নয়। শিব-সোহাগিনী সতীর প্রাণে সেই মর্ম্মভেদী আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাঁহার কোমল প্রাণ সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিল, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সতীর দেহে যদি পিতা আঘাত করিতেন, তিনি সামান্য বলিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের অপমান অগৌরব তিনি আভরণ বলিয়া মস্তকে ধারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু পিতার ভৎর্সনায় প্রিয়তম পতির মনে ক্লেশ দিবে এবং সভাজন সমক্ষে পতির মস্তক হেঁট হইয়াছে, এ চিন্তা সতীর প্রাণে সহ্য হইল না। কি আঘাতেই সতীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল, পাঠক পাঠিকাগণ এক্ষণে একবার তাহা অনুভব করুন। প্রেমের ত লক্ষণ এই, প্রেমেরত পরাকাষ্ঠা এই, যে প্রিয়তমের সুখে প্রাণ উল্লসিত এবং প্রিয়তমের ক্লেশে প্রাণ মর্ম্মাহত হয়। মৃত্যু অপেক্ষা মর্ম্মস্থানের দুঃখপ্রকাশের আর দৃঢ়তর প্রমাণ কি আছে? সতী সেই প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, তাই পতিনিন্দায় সতীর প্রাণত্যাগ হইল।

কায়স্থ কন্যা।

দেবগ্রামের দর্পনারায়ণ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা দময়ন্তীর বয়সের কথায় কাজ নাই, কেন না এখনও বিবাহ হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে বয়স অধিক হইলে ব্রাহ্ম পরিবারেরা মনে কিছু করেন না বটে; কিন্তু হিন্দু পরিবারের মহা মুস্কিল। আইবুড়া মেয়ে ঘরে থাকিলে কর্ত্তা-গৃহিণীর ভুক্তান্ন পরিপাক হয় না এবং রজনীতে নিদ্রা হয় না। দত্ত মহাশয়ের সেই দশা উপস্থিত। দময়ন্তীর সমস্ত স্ত্রীলক্ষণ উপচীয়মান, কেবল সীমন্তে সিন্দুরাভাব কন্যালক্ষণ প্রকাশ করিতেছে।

বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী বহুতর হিন্দুগণ দময়ন্তীকে বালবিধবা মনে না করিয়া থাকিতে পারেন না।

দত্ত মহাশয় দময়ন্তীকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, সুতরাং একটা লেখা পড়া জানা ও সহরঘেঁসা ছেলে পাইলেই ভাল হয়। যে কয়টী পাত্র দেখিয়াছেন, কাহার একটী কাহার দুইটী কাহার বা তদধিক পাস্ আছে। যাদের ছেলের পাস্ বেশি, তাহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আহার করিবার জন্য করাল কবল বিস্তার করিয়া আছে। অল্পপাসী বালক বৃন্দের অভিভাবকেরাও একটা আধ্‌টা মহাদ্বীপ ভক্ষণ করিতে প্রস্তুত আছে।

দত্ত মহাশয় যোল বৎসর লেখনী পেষণ ও গৃহিণীর হুকুম তামিল করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে একবার তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। সংস্থানের অবশেষ যাহা আছে, তদ্দ্বারা দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না। অধিকাংশ টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে। বন্ধক দিবার বিশেষ সুবিধা নাই; সুতরাং বিনা বন্ধকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ মিলিবে কি না তাহাও বিশেষ চিন্তার বিষয় হইল। প্রতিদিন আহার করা, আফিসে যাওয়া, নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি দৈনিক কর্ত্তব্য করিতে হয় তাই করেন, কিন্তু ঐ সকলে কিছুমাত্র সুখ পান না। ভাবিতে লাগিলেন, সংসারের কেমন কুটিল গতি! এখানে যে সকল দুঃখ গুরুতর, তাহার সহিতই লোকের সহানুভূতি অল্প। একত সঙ্ঘটিত দুঃখই অসহ্য,—তাহার উপর সহানুভূতির অভাবরূপ কশাঘাতের বিষম ব্যবস্থা। কন্যাদায় একটী ঐরূপ দুঃখ। দময়ন্তীর বিবাহ জন্য যে ক্লেশ পাইতেছি, ভুক্তভোগী ব্যতীত তাহা অন্যের অনুভব করা অসাধ্য। কন্যার ইচ্ছাবশতঃ হউক অথবা আমার ভাগ্য দোষে হউক, যদি কন্যার কোনরূপ কলঙ্ক হয়, তাহা হইলে সে চিরজীবনের জন্য পথের কাঙ্গালিনী হইবে এবং আমিও লজ্জা রাখিবার স্থান পাইব না। অধিকন্ত কন্যাও এরূপ মনে করিতে পারে যে, পিতা কল্পিত কুলমর্য্যাদার অনুরোধে অথবা কার্পণ্য দোষে আমার সুখের জীবনকে তিক্ত ও জ্বালাময় করিতেছেন। দত্ত মহাশয় ইত্যাকার চিন্তারূপ বৃশ্চিকদংশনে নিরন্তর জর্জরিত হইতে লাগিলেন।

একদা যথাবিহিত দৈবসিক কার্য্য শেষ করিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গাঢ় চিন্তার অন্যমনস্কতায় অর্দ্ধরজনী অতিবাহিত হইল। দময়ন্তীর বালিকা দশার সঙ্গে সঙ্গেই সুষুপ্তি দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। দৈনিক শ্রম নিবন্ধন শারীরিক ক্লান্তি ও স্থৈর্য্যনাশক দুশ্চিন্তা জনিত মানসিক অবসাদবশতঃ নয়নে তন্দ্রাবির্ভাব হইল। তন্দ্রারম্ভের কিয়ৎকাল পরেই দেখিলেন, তাঁহার বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে মৃতা জননী সহসা তাঁহার শয্যা পার্শ্বে

আসিয়া বসিলেন,—তাঁহার মস্তকে মৃদু মৃদু হস্তামর্শ করিতে লাগিলেন। দর্প-নারায়ণের হৃদয়পটে জননীর যে মূর্ত্তি চির-অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহার সহিত এ মূর্ত্তির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই। দর্পনারায়ণ অর্দ্ধ-চৈতন্য ও অর্দ্ধ-মোহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, এ পামরকে কি আবার দর্শন দিলে?" দর্পনারায়ণ এই রূপ বিপন্ন ও কাতর হইয়া আর একবার জননীর প্রেতাত্মার দর্শন পাইয়াছিলেন। প্রেত-মূর্ত্তি এক হস্ত পুত্রের মস্তকে অপর হস্ত চিবুকে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—

"বৎস! বিংশতি বৎসর এই জড়জগৎ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি জড়-প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্তি পাই নাই। আজও পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছি। এখনও তোমার সাংসারিক সুখ দুঃখের সহিত সহানুভূতি ত্যাগ করিতে পারি নাই। তোমাকে কাতর দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; তাই আজ তোমাকে দেখা দিলাম।"

(ক্রমশঃ)

বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে সংস্পর্শের কথা বলিয়াছি। এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। মনে কর তুমি কোন বাহ্য বস্তু দেখিতেছ অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার জ্ঞান লাভ করিতেছ। আচ্ছা বল দেখি, তুমি উহার কি দেখিতেছ? বস্তুটির সহিত তোমার কোন সংস্পর্শ নাই; সুতরাং আসল বস্তুটি তুমি কোন ক্রমেই দেখিতে পাইতেছ না। তুমি আকাশের চন্দ্রের কিম্বা অন্য কোন বাহ্য বস্তুর দিকে যখন চাহিয়া থাক, তখন মনে কর যে বড় উচ্চে যে বাহ্য বস্তুটী আছে, তুমি তাহাই দেখিতেছ। এটি কি তোমার মস্ত ভ্রম নহে? চন্দ্রের সহিত তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন সংস্পর্শ নাই। চন্দ্র হইতে যে অসংখ্য রশ্মিসূত্র বহির্গত হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছে, তন্মধ্যে যেগুলি তোমার চক্ষুর সংস্পর্শে আসিতেছে, তুমি শুদ্ধ সেই গুলি দেখিতে পাইতেছ। আসল চন্দ্রের সহিত তোমার কোন সংস্পর্শ নাই, সুতরাং তাহা তুমি দেখিতেও পাইতেছ না। কোন বস্তু দেখিবার সময়ে আমরা কি মহা ভ্রমে পতিত হই, একবার তবে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি। চলিত ভাষায় বলিয়া থাকি আমরা মানুষ দেখিলাম, গোরু দেখিলাম, বৃক্ষ দেখিলাম, ইত্যাদি। কিন্তু

মানুষ গোরু বৃক্ষাদির বস্তুতঃ দেখিলাম কি? তাহাদের দেহ হইতে যে রশ্মি সূত্র বহির্গত হয়, তাহা বৈ আর কিছুই নহে। মূল বস্তু দেখা হইল না।

কোন বস্তু দেখিবার সময়ে আমরা আর একটি মহা ভ্রমে পতিত হই। আমরা পূর্ব্বে চন্দ্রের উদাহরণ দিয়াছি; এখনও সেই উদাহরণটি দিব। মনে কর দুইটি ব্যক্তি একই সময়ে সূর্য্য কি চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তুমি হয়ত বলিবে যে তাহাদের মধ্যে একজন যে সূর্য্য কি চন্দ্র দেখিতেছে অপর ব্যক্তিও ঠিক্ তাহাই দেখিতেছে। কিন্তু ইহা তোমার ভ্রম মাত্র। বস্তুতঃ মনুষ্য মাত্রেই এই ভ্রমের অধীন। আমরা যাহাকে বাহ্যবস্তু বলি, তদ্দর্শন কালে আমাদের সকলেরই মনে হয় যে আমি যাহা দেখিতেছি অপরেও ঠিক তাহাই দেখিতেছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। হইতে পারে চন্দ্র কি সূর্য্য এক বৈ দুই নয়; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাহ্য বস্তু দর্শন কালে আমরা আসল বস্তু দেখিতে পাই না। বস্তুর দেহ হইতে বিনির্গত রশ্মিসূত্র মাত্র আমাদের দর্শনের বিষয়। ছোট হউক বড় হউক, প্রত্যেক বস্তু হইতে যে কত রশ্মিসূত্র চারি দিকে ধাবিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু একজনের চক্ষুর উপরে যখন যে রশ্মির সূত্রগুলি পড়িতেছে আর একজনের চক্ষুর উপরে তৎকালে ঠিক্ সে গুলি কোন ক্রমেই পড়িতে পারে না। সুতরাং আমি যাহা দেখি, ঠিক্ সেই সময়ে আর এক জনে ঠিক্ তাহা কখই দেখিতে পায় না। আমরা আকাশে চন্দ্র নামে যে পরমাণু-সমষ্টির কল্পনা করি, তাহা এক বৈ দুই না হইলেও তুমি যে চন্দ্র দেখ আর এক জনে সে চন্দ্র দেখে না। অন্যান্য বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

সংস্পর্শ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের একবার সংস্পর্শ হইলে পরে কি ঘটে? আমরা নিম্নে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের শরীরের সর্ব্বত্র স্নায়ু নামে এক প্রকার শিরা আছে। ইহারা রক্ত-বাহিকা নহে। মনোমধ্যে বাহ্য জগতের জ্ঞানোৎপাদন করা ইহাদের একটি প্রধান কার্য্য। শরীরের যেখানে যত স্নায়ু আছে, মস্তিষ্কে গিয়া সকলের শেষ হইয়াছে। বাহ্যবস্তুর দ্বারা কোন ইন্দ্রিয় সংস্পৃষ্ট হইবার তাৎপর্য্য এই যে, সেই ইন্দ্রিয়দ্বারে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু-সূত্র আছে তাহারা বাহ্যবস্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই মাত্র বলিলাম যে মস্তিষ্কে গিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর শেষ হইয়াছে। সুতরাং যে ইন্দ্রিয়দ্বারেই হউক না কেন, কোন স্থানের স্নায়ুমণ্ডলী বাহ্যবস্তুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, তারের খবরের ন্যায় তাহা তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে

গিয়া পৌছে। মস্তিষ্কের সহিত মনের কি সম্বন্ধ তাহা পণ্ডিতেরা অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে যে মনের সহিত মস্তিষ্কের অবশ্যই কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে। সেই সম্বন্ধবশতঃ মস্তিষ্ক স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া আক্রান্ত হইলে মনে এক এক প্রকার ভাবের উৎপত্তি হয়। এই ভাব নানাবিধ। যথা, চক্ষুর স্নায়ু সকল আক্রান্ত হইলে মনে এক ভাবের উদয় হয়, কর্ণের স্নায়ু আক্রান্ত হইলে আর একজাতীয় ভাবের উদয় হয়। আবার কর্ণের স্নায়ু আক্রান্ত হইলে যে ভাবের উদয় হইবে, নাসা কি স্পর্শেন্দ্রিয়স্থ স্নায়ুদ্বারা সে জাতীয় ভাবের উৎপত্তি হইবে না; ইত্যাদি। শুদ্ধ ইহা নহে। একই ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল জ্ঞানোৎপত্তি হয়, অর্থাৎ মনোমধ্যে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহাদের মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। দেখ, দর্শন কালে তুমি কখন রাঙ্গা জিনিস দেখিতেছ, কখন শাদা জিনিস দেখিতেছ; রসনা দ্বারা কখন মিষ্ট আস্বাদ পাইতেছ, কখন কটু আস্বাদ পাইতেছ; ইত্যাদি।

কিন্তু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞানোদয়ই হউক না কেন, তাহা তোমার নিজের মনের ভাব বৈ আর কিছু নহে। তাহা তোমার মনোমধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে; বাহ্য জগতে তাহার সদৃশ কিছুই নাই। তুমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে যে উহা একটি বাহ্য বস্তু। তোমার মন একটি সামগ্রী, ইহা আর একটি সামগ্রী। তোমার মনের সহিত ইহার এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ যে মন ইহাকে জানিতেছে। কিন্তু তোমার এ বিশ্বাসটি যুক্তিসঙ্গত নহে। তুমি যাহাকে বৃক্ষ বলিতেছ, তাহা তোমার মনের একটি ভাব মাত্র। যেমন সুখ কি দুঃখ মনের একটি ভাব, ইহাও সেইরূপ। শাখা ও শ্যামল পত্র বিভূষিত বৃক্ষ বাহ্যজগতে নহে, তোমার মনের ভিতরে। বাহ্য জগৎ হইতে কেবল কতকগুলি রশ্মিসূত্র আসিয়া দর্শনেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে। এই সংস্পর্শ শুদ্ধ সংকেতের কার্য্য করে। সংস্পর্শরূপ সংকেতটি পাইবা মাত্র মন দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকালে আপনা আপনি কতকগুলি বিষয় গঠিত করিয়া লয়। লতা, বৃক্ষ, প্রস্তর, কুসুম, ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সকলই এইরূপে মনের দ্বারা গঠিত। তাই বলিতেছিলাম যে আমরা যাহাকে বৃক্ষ (কি অন্য কোন পদার্থ) বলি তাহা মন হইতে স্বতন্ত্র একটি বাহ্য বস্তু নহে— তাহা মনের একটি ভাব মাত্র। অপর ইন্দ্রিয় গুলির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও তবে মনের ভাব বৈ আর কিছু নহে। নাসা কর্ণ রসনা কি স্পর্শেন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসিলে আমরা বলি যে এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বাহ্য বস্তুর গুণ জ্ঞাত হইলাম। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস আমাদের ভ্রম মাত্র।

শর্করার মিষ্টতা নাই; অগ্নিতে উত্তাপ নাই। এ সকলই মনের ভাব—বাহ্য বস্তুর গুণ নহে। তবে এই মাত্র বলিলে বলিতে পার যে এই সকল মানসিক ভাব বাহ্যবস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু তাহাই যদি হইল তবে আমরা যাহাকে বাহ্যবস্তু বলি তাহা কি? বাহ্য বস্তু কি তাহা আমরা জানি না; জানিবার কোন উপায়ও নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে আমাদের মনের মধ্যে এরূপ অসংখ্য ভাবের উদয় হয় যে তাহারা মানসিক অবস্থা বটে, অথচ সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থা যে জাতীয়, ঠিক্ সেরূপ নহে। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের এই একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তাহারা মানসিক ভাব হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব এমন কতকগুলি কারণের উপরে নির্ভর করে, যে কারণগুলির সহিত মনের কোন সাদৃশ্য নাই। এই জন্য আমরা একটি বাহ্যজগতের কল্পনা করি। এই সুন্দর পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগৎ বস্তুতঃ বাহ্য জগৎ নহে। ইহা আমাদের মনের ভাব মাত্র, এ সমুদয় মন আপনা হইতে গঠন করিয়াছে। তবে যেমন কার্য্য দেখিয়া আমরা বলি তাহার অবশ্যই কারণ আছে, তদ্রূপ যে সকল মানসিক ভাবকে ভ্রমবশতঃ বাহ্যবস্তু মনে করি, তাহারা মনোমধ্যে কিরূপে উৎপন্ন হইল এইটি বুঝিবার জন্য আমরা একটি বাহ্যজগতের কল্পনা করিয়া থাকি। যদি এই সকল মানসিক ভাব আপনা হইতে উৎপন্ন হইতে না পারে—যদি মনোমধ্যে ইহাদের উৎপত্তি জন্য বাহ্যকারণের আবশ্যক হয়—তবেই বাহ্য জগৎ সম্ভবপর এবং ঈশ্বর আমাদের মনের প্রকৃতি এরূপ করিয়া দিয়াছেন যে আমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু তথাপি সে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। শুধু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমরা ভ্রমবশতঃ যাহাকে বাহ্যজগৎ জ্ঞান করি তাহার অস্তিত্বের জন্য কতকগুলি বাহ্য কারণ আছে। সে বাহ্য কারণগুলি কিরূপ তাহা আমাদের জানিবার ক্ষমতা নাই; অথচ সে অপরিজ্ঞাত স্বরূপ কারণগুলি ব্যতীত অন্য বাহ্যজগৎ নাই। পাঠিকাবর্গ ইহা হইতে বুঝিয়া দেখুন বাহ্যজগৎ শব্দের অর্থ কি। আমরা বাহ্যজগৎ বাহ্যজগৎ করিয়া পাগল, অথচ বাহ্যজগৎ, কিরূপ তাহা কেহ বলিতে সক্ষম নহে।

—

স্ত্রীজাতি।

রমণি!

তুমি শক্তিরূপা। ধরিত্রী যে শক্তি-প্রভাবে শস্য, লতা বনস্পতি উৎপাদন করেন, তোমাতে সেই শক্তি বিদ্যমান,—তুমি বিধাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মনুষ্যের প্রসবিনী। আদৌ পুরুষ এবং রমণী অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে কে প্রথমে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমরা তর্কে মীমাংসা করিতে না পারি, শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি আর্য্যেরা ইহা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন—তোমাহইতে মনুষ্যের উৎপত্তি সুতরাং তোমাকে শক্তিরূপা বলিলাম।

যাবতীয় উদ্ভিদ্‌পদার্থ ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ভূমিতেই আশ্রয় লইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে—সেইরূপ এই নরসংসার তোমাহইতে উৎপন্ন হইয়া তোমাকেই আশ্রয় করত অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তুমি সংসারের ভিত্তি স্বরূপ! তুমি কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে, ভার্য্যারূপে, জননীরূপে আসৃষ্টি বিদ্যমান রহিয়াছ।

যে যে সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে চন্দ্রমা, কুসুম, বিহগ, সরসী ইত্যাদি পদার্থ সমুদয় নেত্র-মুগ্ধকর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই সৌন্দর্য্য তোমাতে প্রচুর রূপে দৃশ্যমান, তুমি সুন্দরীর অগ্রগণ্যা।

শুদ্ধ যে নয়ন-বিমোহন-সুষমা-সম্পন্না বলিয়া সুন্দরী হইয়াছ এমত নহে। মানসিক সৌন্দর্য্যের নিকট ত কায়িক সৌন্দর্য্য অকিঞ্চিৎকর,—তোমার মানসিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়—বর্ণনাতীত। যে গুণ থাকাতে কুসুম মনুষ্যের অভিলষিত সামগ্রী হইয়াছে, যে গুণ থাকাতে বিহগ মনুষ্যের হৃদয়-তৃপ্তিকর হইয়াছে, আর যে গুণ থাকাতে সরসী মনুষ্যের চিত্তোল্লাসের হেতু হইয়াছে—তোমাতে সেই সমুদয় গুণের সমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি সুন্দরী—তুমি গুণবতী।

আবার—দয়া, স্নেহ, প্রণয়, শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, পরদুঃখকাতরতা এই এক একটী গুণ তোমার হৃদয়েই অস্তিত্ব লাভ করিয়া যেন জন্মক্ষেত্রেই বিকসিত রহিয়াছে। রমণীর হৃদয়—দয়ার হৃদয়, প্রণয়ের হৃদয়, ভক্তির হৃদয়, সহিষ্ণুতার হৃদয়, আর সমদুঃখিতার হৃদয়, কথোপকথন স্থলে সর্ব্বদাই উল্লিখিত হইয়া থাকে।

অবস্থান্তরে, মায়ের প্রাণে, ভার্য্যার প্রাণে, ভগিনীর প্রাণে এবং কন্যার প্রাণে উল্লিখিত গুণের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু বিধবা আবার একটী পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল। রমণী—তুমি সহৃদয়া।

আবার তোমার বুদ্ধি, তোমার কৌশল, তোমার কার্য্যদক্ষতা, কার্য্য-

শৃঙ্খলতা—প্রতি সংসারে অষ্ট প্রহর স্বপ্রকাশ রহিয়াছে। তুমি সন্তানকে পালন করিতে যে শিক্ষা, যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাক, তাহাই তাহার ভবিষ্য চরিত্রের মূল ভিত্তি হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। তুমি ভার্য্যা রূপে পুরুষকে সময় সময় যে কৌশল বলিয়া দাও, যে সদুপদেশ প্রদান কর, তাহাতেও তোমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য, কৌশল নির্বাচন বিষয়ে দক্ষতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আর তোমার আবাসে তোমার গৃহলক্ষ্মী ও তোমার সংসারের শ্রী শৃঙ্খলতা দর্শন করিয়া কে না তোমার বিচিত্র কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করে?

বীরাঙ্গণার গর্ব্ভে বীর পুরুষ, বুদ্ধিমতীর গর্ব্ভে বিচক্ষণ, সরলা সচ্চরিত্রার গর্ব্ভে উদারচেতা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহারও প্রমাণ ভূয়োভূয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সুতরাং এই মনুষ্য সংসারে রমণি! তুমিই সর্ব্ব মূলাধার। তোমার শ্রীবৃদ্ধিতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি, তোমার উন্নতিতে সংসারের উন্নতি, তোমার সুখে সংসারের সুখ নির্ভর করিতেছে। এই ভূমণ্ডলে যে যে জাতি একথা বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই সেই জাতিই উন্নতি-সোপানে আরূঢ়, সেই সেই জাতি ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছেন।

আমরা বঙ্গবাসী, আমরা এখনও এ কথা বুঝিতে পারি না, নচেৎ রমণী জাতির উন্নতি, রমণী জাতির শ্রীবৃদ্ধি, রমণী জাতির সুখবর্দ্ধন করিতে আমরা এত বিমুখ কেন? আমরা অবসর ক্রমে এক এক বার মাতৃভূমির উন্নতির বিষয় ভাবিয়া থাকি, অষ্ট প্রহর মাতৃভূমিকে স্বাধীন ও উত্তম করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু যে উপায়ে জাতীয়ত্ব লাভে, জাতীয় বীর্য্য লাভে, জাতীয় গৌরব লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা ভাবিয়া দেখি, কি না সন্দেহ। অজ্ঞ জননীর নিকট শিশু সন্তান লালিত পালিত, অজ্ঞ ভার্য্যার সহবাসে পুরুষের জীবন—সমস্ত যৌবন ও পরিণত বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অতিবাহিত, তবে আর উন্নতির আশা কোথায়? স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে পুরুষদিগের উন্নতি অপূর্ণ —সুতরাং কার্য্যত নিষ্ফল হইবে আমরা ভাবিয়া দেখি না। কেহ এ বিষয়ের উল্লেখ করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিই,—কিন্তু, রমণি, তুমি ইহার আন্দোলন করিলে বিশেষ ফল ফলিতে পারে—ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, কেন না তুমি কর্ত্রী, তুমি কন্যা, তুমি ভগ্নী, তুমি জননী। মাতৃভক্তি হেতু পুত্র জননীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, প্রণয় হেতু স্বামী পত্নীর অনুরোধ রক্ষা করিবে, আত্মীয়তা হেতু সহোদর সহোদরার কথায় কর্ণপাত করিবে, আর স্নেহ মায়া মমতার বশবর্ত্তী হইয়া পিতা দুহিতার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক—ইহাই সম্ভব।

অতএব হে রমণীবৃন্দ, হে ভগ্নীগণ! ভগ্নী বলিয়া তোমাদিগকে সম্বোধন করিলাম, তোমাদিগের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে শ্রবণ করিবে কি? একটী অনুরোধ আছে, রক্ষা করিবে কি? একটী ভিক্ষা চাহিব, ভিক্ষাদান করিবে কি? তোমরা একবার সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখ কি ভয়ঙ্কর কি ঘৃণার্হ কি বিষময় ফলপ্রদ প্রথা সমুদায় আমাদিগের সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে!

(ক্রমশঃ)

কৃষক-বালা।

খৃষ্টীয় ১৪৯৯ অব্দে পর্তুগিজ সেনাপতি কেব্রেল (General Cabral) ত্রয়োদশ সংখ্যক রণপোত ও দ্বাদশ শত সৈন্য সহ ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রেরিত হন। ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহার সহিত আট জন ধর্ম্মযাজক প্রেরণ করিয়া পর্টুগাল-অধীশ্বর এই আদেশ প্রচার করেন যে কোনও প্রদেশের অধিবাসিগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে, অগ্নি ও তরবারির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ নাবিক ডাইয়াস (Admiral Dias) সহ চারি খানা রণপোত ঝটিকাবেগে জলমগ্ন হয়। অনন্তর অবশিষ্ট পোত লইয়া ১৫০০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মালাবার উপকূলস্থ কলিকট নগরে উপনীত হয়েন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া 'কৃষকবালা' রচিত হইল।

সূচনা ও আবাহন।

অতি দূরতম, মালাবার দেশ,
ভারত সাগর কূলে।
অমরা জিনিয়া, সুষমা যাহার,
নেহালি নয়ন ভুলে॥
পূরবে অচল, ঘাটগিরি নাম,
অগণিত শৈলশাখা।
শত বন রাজি, বিরাজিত তায়,
হরিত মাধুরীমাখা॥

১

নাচিয়া সাগর, পড়িছে উরসে,
চারু গাঁথা পোত মালা।
আলিঙ্গিতে তায় শৈল কোল ছাড়ি
ধাইছে গিরিজা বালা*॥
ঋতু কালাকাল, না বিচারি সেথা,
মেদিনী মধুরে হাসে।
নিদাঘ, বরষা, শরত সরসি,
কমল কুমুদ ভাসে॥

২

'অমরা অমরা,' কে দেখেছে কবে?
অথচ সবাই বলে।
বুঝি বা অমরা, হবে কোন দেশ,
অতুলন ধরাতলে॥

* নদী।

ভূধর, সাগর, শোভমান যথা,
যে দেশে বিরাজে নদী।
কে জানে অমরা কোথায় আবার
সে দেশে না হবে যদি ?

৩

সেই শতাধিক, যোজনের পথ,
মালাবার সুখধাম।
ছিল কোন দিন, জনপদ তথা,
কৃষকনগর নাম॥
মুনি মনোহর, রুচির সে ঠাঁই,
চির মধুরিমা খনি।
ফুটিত নিয়ত, নব নব যেন,
শশধর দিনমণি॥

৪

ঝলিত কুসুম, লতিকার দেহে,
বিটপে সুরস ফল।
ঝর ঝর ঝর, ঝরিত ঝরণা
ছড়ায়ে ফটিক জল॥
ডালে ডালে শামা, দয়েল, পাপিয়া,
সুরবে গাহিত গীতি।
পালে পালে গাভী, কচি কচি পাতা,
খুঁজিয়া চরিত নিতি॥

৫

সারি সারি ক্ষেত, পরিসর মাঠে,
লাঙ্গল চলিত কত।
কোথা বা মারুতে, খেলিত লহরী,
সফল ওষধি শত॥
ছিল সুশোভন, কৃষক কুটীর,
সারি সারি ডানি বামে।
জনপদ সেই, অভিহিত তেঁই,
কৃষক নগর নামে॥

৬

কোথা বীণাপানি! উরমা ভারতি,
অবোধ তনয় আজি।
সেই চারি শত, বরষের কথা
গাহিতে বসিল সাজি॥
বিরচিব মালা, নবীন গাঁথনি
নীরস কানন ফুলে।
মনের হরষে, ভেটিব মায়ের,
রাতুল চরণমূলে॥

৭

মূকের বাসনা, তুলিতে লহরী,
সংগীত সাগরে পশি,
বামনের আশা, গগন পরশি,
ধরিতে বিমল শশী॥
রচিতে কবিতা, বাসনা আমার,
দেহ দেবি! পদছায়া,
দেখিব কেমন, অবোধ ছাওয়ালে,
মায়ের অধিক মায়া॥

৮

হাসিবে কি হেরি, চপল পাঠক!
কুকবির যশ-আশ ?
তুমি, আমি, তিনি, বিপুল সংসারে
কে নহে আশার দাস ?
গুরু কবি যেবা, রচুক ভাষায়
আকাশ পাতাল সেই।
লঘু জন আমি, লঘু মোর রুচি,
লঘুতে আমোদ তেঁই॥

৯

জানিনা আঁকিতে, রাজা, বাদশাহ,
মিলাতে চাঁদের মেলা।
গাব লঘু গান, লঘু পদাবলী,
কৃষকের লীলা খেলা॥

গুণহীন মালী, শোভাহীন ফুল,
মোটা সুত, ভাঙা সূচি।
বিচারি গাঁথনি,দোষো,রোষো,তোষো
যাঁহার যেমন রুচি ॥

ক্রমশঃ

পিপীলিকা।

আমার একটী বিশেষ রোগ আছে, আমি ছোট ছোট জিনিসের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিই। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র প্রাণীদের সহিত আমার কিছু বিশেষ সহানুভূতি আছে। এমন কি সামান্য পিপীলিকা গুলি আমার নজরের বাহিরে পড়ে না। আহারে বসিয়াছি, একটী পিপীলিকা পাতের নিকট আসিল, অমনি আমার আহার বন্ধ হইয়া গেল, আমি একটী ভাত তার মুখের নিকট দিলাম, দেখি পিপীলিকা ভায়া কেমন করিয়া তাহার শরীরের আট গুণ বৃহৎ দ্রব্যটী মুখে করিয়া লইয়া যায়। আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। ভাতটী পাইতে না পাইতে সে অমনি মুখে করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইতে উদ্যত হয়। আমিও আবার আমার নিজ কার্য্যে মনোযোগ দিই। কতদিন তেল মাখা হইয়াছে, গামছা খানি কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে যাইতেছি, দেখিলাম দেওয়ালের গায়ে এক সারি পিপীলিকা চলিয়াছে। অমনি মনে হইল বোধ হয় ইহাদের কোথাও প্রকাণ্ড ভোজ আছে, কিম্বা কোনও দরবার আছে, কিম্বা ইহাদের যুদ্ধ বাধিয়াছে। আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, কোথা হইতে ইহারা আসিতেছে এবং কোথায় গিয়াইবা একত্রিত হইতেছে। অনেক চেষ্টার পর হয় ত দেখিলাম, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত হইতে ইহারা বাহির হইয়া, কিছু দূর আসিয়া সকলে একত্র মিশিতেছে এবং তাহার পর অগ্র পশ্চাৎভাবে, বেশ পরিষ্কার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গুড় গুড় করিয়া চলিয়াছে। হয়ত দ্রুততর বেগে দুই একটি পিপীলিকা বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে। গমনাগমনের সময় পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে মুখামুখি করিয়া পরস্পর কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে এবং পরে যে যাহার গন্তব্য দিকে গমন করিতেছে। ইতিমধ্যে হয়ত আমি অঙ্গুলী দিয়া তাহাদের রাস্তার উপর একটি প্রশস্ত দাগ কাটিয়া দিলাম, অমনি তাহাদের গমনাগমন বন্ধ হইল। দাগের পার্শ্বে স্তূপাকারে পিপীলিকা আসিয়া জমা হইল। কেহই সাহস করিয়া আর সে পথে যাইতে চায় না। কিছুক্ষণ পরে

হয়ত একটী সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া পড়িয়া গেল; দুই চারি জন এইরূপে পড়িয়া যাইবার পর হয় সেইখান দিয়া নতুবা দাগের পার্শ্ব দিয়া পথ হইল; অমনি সকলে সুড় সুড় করিয়া একটী আর একটীর পশ্চাদ্গামী হইল। আমি বরাবর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যাইতেছে ঠিক করিতে চলিলাম। কিছু দূর গিয়া দেখি তাহারা প্রকাণ্ড ভোজের যোগাড় করিতেছে। একটী হতভাগা আর্শুলা কেমন করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে উবুড় হইতে পারিলে নিশ্চয়ই পলায়ন করিতে পারিত, কিন্তু বিধাতা হতভাগ্যের অদৃষ্টে মৃত্যু লিখিয়াছেন, সুতরাং বরাবর সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। দুই চারিশত পিপীলিকা তাহার বিনাশের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পায়ের সহিত ২০।৩০ টা করিয়া ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। যাহারা সাহসী, তাহারা শিকারের শরীরের উপর উঠিয়া বিশেষ যন্ত্রণা দিবার চেষ্টায় আছে। দুই চারি জন বা প্রাণের ভয়ে অথবা আর আর সকলে কার্য্য সাধন করিতেছে করুক, এই মনে করিয়া অদূরে বিচরণ করিতেছে। গতিকটা যেন শত্রু বিনাশ হইলেই আসিয়া ভোজের অংশী হইবে। আবার বা কেহ কেহ লোভের হাত এড়াইতে না পারিয়া ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যেই এক এক বার জীবিত শত্রুর আস্বাদ লইতে প্রয়াসী হইতেছে। আহা! আর্শুলা বেচারা মধ্যে মধ্যে এক এক বার লম্ফ ঝম্ফ দিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি হইবে "একা না বোকা।" শত্রুদল প্রায় তাহার দফা নিকাশ করিয়া ফেলিল, আর কিছুক্ষণ পরে তাহার মৃতদেহ কোথায় টানিয়া লইয়া যাইবে তাহার ঠিক কি? আমি এ দিকে এই সব করিতেছি ওদিকে আমার ভাত শুকাইয়া গেল। বাড়ীর মেয়েরা হয়ত বকিতে আরম্ভ করিলেন। আমার জন্য তাঁহারা হাঁড়ি কোলে করিয়া বসিয়া আছেন।

আবার এমনও কখন কখন হইয়াছে আমি বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, পথে দেখিলাম রাস্তার পার্শ্বে সুন্দর একটী ক্ষুদ্র মাটীর আলি প্রস্তুত হইয়াছে, অমনি আমি তাহার মধ্যে কাহারা গমনাগমন করিতেছে দেখিতে বসিলাম। একটু খানি আলি ভাঙ্গিয়া দেখি একদল ক্ষুদ্র প্রাণী তাহার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। ক্রমে ভগ্নস্থানে রাশি রাশি পিপীলিকা আসিয়া মহা জনতা আরম্ভ করিল। বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, পিপীলিকারা খিলান দ্বারা কেমন সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে। কই মানুষে এত কাণ্ড কারখানা করিতেছে, উপরে আচ্ছাদন দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে কখনও শুনি নাই। যদি আমাদের সমুদয় রাস্তা গুলি এইরূপ হইত, তাহা হইলে কত সুখের হইত। কিছুক্ষণ এই সমুদয় ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার

বেড়াইতে লাগিলাম। শুদ্ধ যে স্বচক্ষে আমি এই সমুদয় দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছি তাহা নহে। কোন পুস্তকে কিম্বা সংবাদ পত্রে পিপীলিকার বিষয় যাহা দেখিতে পাই,মনোযোগ দিয়া পড়িয়া থাকি এবং তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া রাখি। এই সমুদয় লইয়া আমি পাঠিকাদিগের সমীপে উপস্থিত হইলাম। বোধ হয় অনেকে এই ক্ষুদ্র কীটের বৃত্তান্তে তত সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহাদিগকে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে এজগতে সামান্য বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। আর তাঁহারা যদি এই ইতিহাস মনোযোগ করিয়া না পাঠ করেন,তাহাহইলে দুধ ও খাবার জিনিস পিপীলিকার হাত হইতে রক্ষা করিতে তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে।

গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে অনেক পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে ইহাদের সংখ্যা খুব কম। বোধ হয় পরমেশ্বর ইহাদের গায়ে লোম কিম্বা পালকের বন্দবস্ত করেন নাই বলিয়া ইহারা শীতকে ভয় করে। এই জন্য আমাদের দেশেও শীতকালে তত পিপীলিকার উৎপাত সহ্য করিতে হয় না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ইহাদের দৌরাত্ম্যে অনেককে জালাতন হইতে হয়। পিপীলিকারা অনেক জাতীয়। এক এক জাতীয় পিপীলিকা আবার নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার ক্ষুদ্র প্রাণী আছে,পিপীলিকাদিগের যেমন সমাজ সংগঠন রীতি ও সুন্দর আচার ব্যবহার, এমন আর কাহারও নহে। অনেক বড় বড় প্রাণীর ভিতর এরূপ আছে কিনা সন্দেহ। সকল সম্প্রদায়ের পিপীলিকারাই স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়া থাকে। ইহাদের সমাজের অধিকাংশই নপুংসক। পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা খুব কম। স্ত্রী ও পুরুষেরা কোন কার্য্য করে না। নপুংসকেরা প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত হইয়া ইহাদের সমুদয় কার্য্য করে। একদল গৃহনির্ম্মাণ, রাস্তা প্রস্তুত ও যাবতীয় গৃহকার্য্য সমাধা করে এবং অপর দল সৈন্যের ও শান্তিরক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকে। নপুংসক ও অন্যান্য পিপীলিকার মধ্যে শারীরিক গঠন সম্বন্ধেও বিশেষ বৈষম্য আছে। প্রথমতঃ স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় পিপীলিকারা পক্ষবিশিষ্ট, কিন্তু নপুংসকেরা পক্ষবিহীন। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী ও পুরুষদিগের তলপেট অপেক্ষাকৃত ছোট, পার্শ্বভাগ এবং পা ডিম্বাকৃতি এবং ইহাদিগের দেহের উপরিভাগও অপর শ্রেণীদিগের অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট। সাধারণতঃ সকল প্রকার পিপীলিকারই শরীর দুই অংশে বিভক্ত, মধ্যের সংযোগস্থলে অর্থাৎ কটিদেশ অত্যন্ত সরু। অনেক পিপীলিকার গলদেশ ও তলপেট একরূপে গঠিত। ইহারা ইচ্ছা করিলে মুখ ও পশ্চাদ্দেশ একস্থানে

আনিতে পারে। সচরাচর ইহাদের হস্ত পদের সংখ্যা আট। কিন্তু কোন কোন জাতীয় পিপীলিকার ইহা অপেক্ষা দুই খানি কম কিম্বা দুই খানি বেশী দেখা যায়।

পিপীলিকারা দুই চারি জনকে লইয়া সমাজ করিতে ভাল বাসে না। অসংখ্য পিপীলিকা লইয়া একটি সমাজ হয়। সমাজের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় পিপীলিকারা একরূপ রাজা ও রাজ্ঞী। ইহারা দেখিতে সুন্দর এবং কোন কাজ কর্ম্ম করে না। নপুংসক জাতীয় পিপীলিকারা ইহাদের জন্য খাটিয়া মরে। যাহারা সাংসারিক কার্য্যাদি করে,তাহাদিগের অপেক্ষা সৈনিকদিগের আকার বড় এবং গলদেশ ও মুখের জোর খুব বেশী। কিন্তু ইহাদিগের অপেক্ষা শ্রামিকদিগের চোয়ালের জোর অধিক। সৈনিকদিগের অপেক্ষা শ্রামিকদিগের সংখ্যা অনেক অধিক। শ্রামিক ও সৈনিক পিপীলিকারা স্ত্রী ও পুং পিপীলিকার আজ্ঞা লইয়া কার্য্য করে কি না তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে সৈনিক পিপীলিকাদিগের যখন বিশেষ কোন কার্য্য থাকে না,তখন শ্রামিকদিগকে সময়ে সময়ে সাহায্য করিয়া থাকে। কোন কোন শ্রেণীর পিপীলিকার স্ত্রী ও নপুংসকদিগের হুল আছে। ইহা দ্বারা তাহারা আততায়ীদিগকে আক্রমণ করে ও বিপদে পড়িলে আত্মরক্ষা করে। আর কোন কোন জাতির হুল নাই, কিন্তু তাহারা তলপেটস্থিত একটি ক্ষুদ্র থলি হইতে এক প্রকার উদ্বায়ু অম্লরস বাহির করিতে পারে। ইহার তীব্র গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগের শত্রুগণ পলায়ন করে। ইহাদের আবাস স্থান হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুগণ শীঘ্র মরিয়া যায়। একবার একটি কুক্কুর পিপীলিকার গৃহের নিকট গিয়াছিল, কিন্তু ঐ বাষ্পের তীব্র গন্ধের জন্যেই হউক, অথবা ঐ অম্লরস প্রক্ষেপের কারণেই হউক,কুক্কুর তাহাকে ডাক ছাড়িয়া পলাইতে হইয়া ছিল। কেহ কেহ বলেন, যে সকল পিপীলিকার হুল নাই, তাহারা অনেক সময় দাড়া দ্বারা দংশন পূর্ব্বক শরীর বাঁকাইয়া ক্ষত স্থানে অম্লরস নিক্ষেপ করে। ঐ সকল পিপীলিকার কোমর কাটিয়া মস্তকের অংশ গায়ে ছাড়িয়া দিলে আর তাহার দংশনে জ্বালা অনুভূত হয় না। অদ্য পিপীলিকার সারি দেখিতে দেখিতে অনেক বেলা হইয়া পড়িয়াছে। এখন স্নান করিতে যাই। মেয়েরা ভাত খাইবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন ও বকিতেছেন।

নূতন সংবাদ।

১। সুইটজর্লণ্ড হইতে গ্রেহাম নামক এক ভদ্র লোক বস ও কফমান নামক দুইজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহাদের সঙ্গে পর্ব্বত-শিখর আরোহণোপযোগী নানা প্রকার যন্ত্র আছে।

২। রমাবাই গত ১৬ই মে লণ্ডনে পৌছিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বার্ক-সায়ারের সেণ্ট মেরিস হোমে অবস্থিতি করিতেছেন।

৩। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিস সকলে স্ত্রী-কেরাণীনিয়োগ প্রস্তাব ডাক বিভাগের ডাইরেকটর জেনারল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

৪। সুপ্রসিদ্ধ কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল দেশহিতকর বিশেষতঃ ভারতের কল্যাণসূচক বিষয়ের সহিত যোগদানে আজিও অগ্রসর। তিনি গত ১লা জুন এক্সিটার হলে ইষ্টইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন নামক সভায় "বোবায় বলিবে এবং কালায় শুনিবে" অর্থাৎ প্রজা জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

৫। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ৪ ঠা জুলাই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া অসংখ্য সভা হইয়া সহানুভূতি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ও অনেক অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। স্ত্রীলোকেরাও কম উদ্যোগী নহেন। বর্দ্ধমানের কতকগুলি ভদ্রমহিলা নিম্নলিখিত কবিতাটী সুরেন্দ্রবাবুর পত্নীর সান্ত্বনা জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

আজি কেন হেন বেশে বসি ধরাতলে ?
বিষাদে বদন খানি হয়েছে মলিন ;
ভাসিতেছে বক্ষঃস্থল নয়নের জলে,
বহিতেছে দীর্ঘশ্বাস, যেন দীন হীন।

প্রিয়তম স্বামী তব, সুর মহামতি,
পড়ি রাজরোষে, হায়, বিধি বিড়ম্বনে,
করিছেন এক্ষণেতে কারাতে বসতি ;
তাই কি বহিছে তব ধারা দুনয়নে ?

ছি ভগ্নি! সাজে কি কভু বিলাপ তোমায় ?
যেহেতু ভগিনি ! তুমি তাঁহার রমণী,
ভারত ব্যাপিয়া যশ গাইছে যাঁহার
যাঁহার কীর্ত্তিতে আজ পূর্ণিত অবনী।

স্বদেশের হিত-ব্রত করিয়া ধারণ
সুরেন্দ্র তোমার পতি বীরেন্দ্র সমান,
সে ব্রত সাধন তরে করি প্রাণপণ,
পেয়েছেন কারাগারে অতি পুণ্য স্থান।

জাতি ধর্ম্ম রক্ষা হেতু কারাবাসে স্থান,
সেই হেতু শুন ভগ্নি সমগ্র ভারত
সম স্বরে আজি তার করে গুণ গান,
সীমা হতে সীমান্তরে ধ্বনিছে সতত।

জাতীয় গৌরব আর জাতীয় সম্মান
রক্ষা করি দেবি ! তব পতি মহামতি,

যে কর্ম্ম করিলা তাহা অদ্ভুত আখ্যান
সত্য তিনি কণজন্মা ভারত সন্ততি।
পৃথিবী যুড়িয়া যশ হইল তাঁহার,
অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি লভিলেন তিনি,
তব ভাগ্য সম বল কার ভাগ্য আর?
বিলাপ তোমার কভু সাজে কি ভগিনি?
তুমি যদি এইরূপ হও বিষাদিত,
তবে ত উদ্যম ভঙ্গ হইবে তাঁহার;
তোমার এরূপ করা না হয় উচিত,
বুদ্ধিমতী হয়ে কেন হেন ব্যবহার?
ধরহ ধৈরয ভগি সম্বর রোদন,
করহ স্বামীর সদা কুশল কামনা;
অচিরে পাইবে ফিরে তব পতি ধন,
সন্তপ্ত হৃদয়ে পুনঃ পাইবে সান্ত্বনা।
কারামুক্ত হয়ে পতি আসিলে ভবনে,
সেদিন অধিক যশে পূরিবে অবনী;
শূন্য ভেদি ধন্য রব উঠিবে গগনে,
আবার তাহার তেজে কাঁপিবে মেদিনী।

পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। প্রভাত সংগীত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ।।০ আনা। কবির সন্ধ্যা সঙ্গীতে যেরূপ, প্রভাত সঙ্গীত পাঠেও সেইরূপ প্রীত হইয়াছি। কবি অতি সরল স্বাভাবিক ভাবের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে কাব্য সাগরের গভীর স্থানে মগ্ন হইয়াছেন এবং সামান্য চক্ষে অনাবিষ্কৃত অনেক রত্ন বাহির করিয়া করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতে যেমন কমনীয়, তেমনি গম্ভীর রচনার সমাবেশ হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে পাঠিকাগণের নিকট কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

২। বাল্যসখা—প্রথমভাগ, মূল্য ৴০ আনা—এখানি একজন সুকবি রচিত বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী প্রথম কবিতাপুস্তক। ইহার প্রস্তাবগুলি সুনির্ব্বাচিত এবং শিশুগণকে আমোদের সহিত নীতিশিক্ষা দানে সমর্থ। আশা করা যায় পদ্যমালার ন্যায় ইহাও সাধারণ্যে আদৃত হইবে।

৩। প্রকৃত তত্ত্ব—শ্রীমদাচার্য্য আনন্দ স্বামী কর্ত্তৃক বিবৃত এবং শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্ত দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।।০ আনা—ইহাতে যোগসাধন ও প্রেম-ভক্তি বিষয়ে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে এবং কতকগুলি সুন্দর পারমার্থিক সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মসাধকদিগের উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাতে কয়েকটী জটিল মত ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহার যুক্তিবল ও প্রমাণ আমরা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত সকল বিশদরূপে ব্যক্ত না হইলে তদ্দ্বারা লোকের ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা।

৪। সুখ (পার্থিব ও আধ্যাত্মিক)— মূল্য /০ আনা। পার্থিব সুখ নশ্বর, একটী গল্প দ্বারা তাহা দেখাইয়া গ্রন্থকার আধ্যাত্মিক সুখের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহার লেখা বেশ সরল হইয়াছে।

৫। সারিমালা—প্রথম খণ্ড, মূল্য /১০ আনা—এই গানগুলি নৌকাচালনে গায়নোপযোগী বলিয়া সংগ্রহকার প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার অধিকাংশ গান গ্রাম্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের বিশেষ আমোদকর। ইহাতে সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও দুই চারিটী গান আছে, তন্মধ্যে বালবিধবার দুর্দ্দশা অতি উৎকৃষ্ট।

৬। নব্যভারত, মাসিক পত্র ও সমালোচন, শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত,বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা—ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার প্রস্তাব সকলের অধিকাংশই চিন্তাপূর্ণ ও সুরুচিসম্পন্ন। প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় সংখ্যা যেরূপ উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইবে এবং ইহা বঙ্গীয় সমাজে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি মাসিক পত্রের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে।

৭। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—এই সম্মিলনী দ্বারা মুখ্য রূপে স্ত্রীশিক্ষা এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যও সম্পাদিত হইতেছে। সভার অধীনস্থ পরীক্ষায় ২১৫ জন পরীক্ষার্থিনীর ২০১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৫ জন মুসলমান মহিলা পারস্য ও উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিয়াছেন। সভার মোট আয় ৭২৫ ।/১৫ হইতে ব্যয় বাদে ৩৯২ ।/০ জমা আছে।

৮। Christ Versus Krishna—আগামী বারে সমালোচ্য।

বামাগণের রচনা।

বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা।

(২২১ সংখ্যা ৬৪ পৃষ্ঠার পর)

অন্তঃপুরমধ্যে রুদ্ধ থাকার নামই অবরোধ-প্রথা। অবরোধবাসিনীদিগের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে,যেমন পুরুষ জাতির সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত না হওয়া, পুরুষের মত স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা, পুরুষের মনোরঞ্জনানুরূপ গুণমাত্র শিক্ষা করিয়া পুতুল সাজিয়া পুরুষের ক্রীড়াদাসী হইয়া থাকা, পুরুষের ইচ্ছার নিকট নিজ বিবেক বলিদান দেওয়া ইত্যাদি। আর লজ্জাশীলতা, গৃহকার্য্যে সুপটুতা ও ধর্ম্মশীলা হওয়া ইত্যাদি কতকগুলি সুগুণ সমূহেও অবরোধবাসিনীদিগের সজ্জিত হওয়া উচিত।

ভারতে যবনাধিকার অবরোধ-প্রথার সৃষ্ট না করিয়া থাকিলেও যে অবরোধকে শত গুণে ভীষণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাকালে ভারতে অবরোধ প্রথা একেবারে প্রচলিত ছিল না একথা বলা যাইতে পারে না, কেননা রামায়ণ মহাভারতে অবরোধ প্রথার যথেষ্ট বর্ণনা দৃষ্ট হয়; কৌশল্যা, মন্দোদরী ইত্যাদি রমণীগণের অন্তঃপুরে যে চন্দ্র সূর্য্যেরও প্রবেশপথ ছিল না, তাহা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। রামের কৌশল্যার অন্তঃপুরে গমন সময়ে অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যথা, "সোঽপশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরমপূজিতং, উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতশ্চাপরান বহূন্। প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ, ব্রাহ্মনান্ বেদসম্পন্নান্, বৃদ্ধান্ রাজ্ঞাভিসৎকৃতান্, প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধান্, তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ, স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বার-রক্ষণতৎপরাঃ।" অর্থাৎ তিনি গৃহদ্বারে পরম পূজনীয় বৃদ্ধকে উপবিষ্ট এবং অন্যান্য অনেককে অবস্থিত দেখিলেন। প্রথম কক্ষা প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কক্ষাতে বেদসম্পন্ন রাজকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় কক্ষাতে বাল বৃদ্ধা স্ত্রীগণ দ্বার রক্ষণকার্য্যে তৎপর রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন তিনিই সুরক্ষিতা, তদ্ভিন্ন কেবল অন্তঃপুরে রুদ্ধ রাখিলে স্ত্রীলোক সুরক্ষিতা হয় না, এই সারবান্ বাক্যটী প্রাচীন কালোক্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র এই বাক্যটী প্রাচীনকালেও প্রতিপালিত হইত না। তবে অধিকস্থলে অন্যরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সীতা রামের সহিত, দময়ন্তী নলের সহিত এবং দ্রৌপদী পাণ্ডব সহিত অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইলেন, কিন্তু সমাজ তাহাতে কিছু মাত্র দূষিল না। অধুনাতন ইউরোপীয় মহিলাগণের ন্যায় পূর্ব্বকালে রাজমহিষীগণ যে স্বামিসমভিব্যাহারে রথারোহণে প্রকাশ্যরূপে গমন করিতেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; রঘুবংশে দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমগমন নামক সর্গে কালিদাস লিখিয়াছেন যে রাজাঙ্গনা সুদক্ষিণা মহারাজ দিলীপের সহিত একরথারোহণে অরণ্যের শোভা দর্শন করিতেছেন; রথচক্রোত্থিত ধূলিজালে তদীয় কেশ জাল জড়িত হইয়া এক অপূর্ব্ব মলিন শ্রী সম্পাদিত হইয়াছে, ইত্যাদি। সাবিত্রী বন ভ্রমণে বহির্গতা হইয়া সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থলে অবরোধ-প্রথা কোথায় লুক্কায়িত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অনেকে এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে কেবল রাজমহিষী এবং রাজকন্যাগণই কখন কখন অবরোধ বন্ধন ছিন্ন

করিতে পারিতেন; স্বামীর সহিত রাজসভায় উপবেশন করিতে পারিতেন, অন্যান্য সমস্ত মহিলাগণ ঠিক্ বর্ত্তমান কালের মহিলাগণের ন্যায় পোষাপাখীটির মত অন্তঃপুর-পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া থাকিতেন, বাস্তবিক তাহা নয়। ঋষি-পত্নী এবং ঋষিকন্যাগণও অবরোধবদ্ধা ছিলেন না। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে বনদেবীর ন্যায় বিরাজ করিতেন. পুরুষের ন্যায় শাস্ত্রালোচনা, অতিথি সৎকার এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন করিতেন। শকুন্তলা ইত্যাদি ঋষি কন্যাগণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

ভবভূতিপ্রণীত মালতী মাধবে কামন্দকী নাম্নী একটী স্ত্রী-চরিত্র বর্ণিত আছে; তিনি ভূরিবসু নামক রাজমন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী ছিলেন। তিনি এরূপ জ্ঞানবতী ছিলেন যে রাজাও তাঁহাকে সম্মান করিতেন।

রামায়ণে উক্ত আছে মৈত্রেয়ী নাম্নী (যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী নয়) একটী যুবতী প্রত্যহ বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শাস্ত্রপাঠার্থ সমাগতা হইতেন; পুরাণে এরূপ সৎ দৃষ্টান্তের অপ্রতুলতা নাই।

অতি প্রাচীন কালের কথা পরিত্যাগ করিয়া যবনাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালের প্রতি দৃষ্টি করিলে দুর্গাবতী, লক্ষ্মী বাই ইত্যাদি বীর রমণীগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহাতে তৎকালে নিন্দা না হইয়া বরং প্রশংসাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যবনাধিকার হইতেই অবরোধপ্রথা কঠিনরূপে গঠিত হইয়াছে প্রতীয়মান হয়। ইহার কারণ দুইটী, প্রথম এই যে যবনরাজগণ অতিশয় অত্যাচারী ছিল, সুন্দরী ও গুণবতী রমণীগণের প্রতি তাহারা সময় সময় অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে; তজ্জন্য তৎসময়ে স্ত্রীলোকদিগকে গুণজ্ঞানবিহীনা করিয়া ধনবৎ অন্তঃপুরে লুকায়িত রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ,রাজা কিম্বা প্রধান লোকের দৃষ্টান্তানুসারেই সাধারণ লোকদিগকে চলিতে দেখাযায়; সুতরাং মুসলমান জাতির কঠিনতর অবরোধ-প্রথার দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়াই দেশীয়গণ কঠিনতর অবরোধ গঠন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এখন দেশ ইংরাজাধিকৃত হওয়াতে, ইংরাজ মহিলাগণের স্বাধীন ভাব বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদি সৎদৃষ্টান্ত দেখিয়া যেরূপ আমাদের দেশেও স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতার ধুম পড়িয়াছে, তদ্রূপ মুসলমান রাজগণের দৃষ্টান্তেই অবরোধ-প্রথা সংস্থাপিত হইয়াছিল। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই অবরোধ-প্রথা দ্বারা তৎসময়ে রমণীগণের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা হইয়াছে, কিন্তু অন্যদিকে সেইরূপ স্ত্রীলোকগণ সঙ্কীর্ণমনা, অশিক্ষিতা এবং পুরুষের দাসী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বোম্বাইয়ের পারসিক ও মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগের

অবরোধ-শৃঙ্খল অতি শিথিল, তদ্দ্বারা তাহাদের বিদ্যাজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের শুভ ফলই দৃষ্ট হইতেছে। অবরোধ-প্রথা যে সমস্ত সভ্যদেশে নাই, তথায় স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকে, সামাজিক প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণ অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং অনেক কার্য্যে পুরুষের সহায়তা করিয়া সংসারের কল্যাণ সাধন করে। সেই সমস্ত দেশে চিকিৎসা এবং শিক্ষাকার্য্য স্ত্রীগণ দ্বারা অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সমাজে মিশিলে জ্ঞানী লোকদের সহবাসে মুখে মুখেও অনেক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, বিনা কষ্টে ও অলক্ষিত ভাবে মনের সৎশিক্ষা হইতে থাকে, অন্তঃপুর প্রাচীরে আজীবন আবদ্ধ থাকিলে অনবরত হীনলোকের সহবাসে মন অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, কোন বিষয়ে একটু মতামত প্রকাশ করিতে হইলে হাবুডুবু খাইতে হয়।

যে জাতি সকলে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব এবং অবরোধ প্রথার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব সেই সমস্ত সমাজের স্ত্রীগণ সমধিক হীনচরিত্রা দৃষ্ট হয়, মুসলমান রমণীগণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। মুসলমান জাতি স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত অনাদর এবং অবিশ্বাস করিয়া থাকে; চীন দেশের মুসলমানদিগের এরূপ বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকের আত্মা নাই, তাহাদের প্রতি আর কি সম্মান করিবে? যে সহোদর সহোদরা এক জননীর পবিত্র অঙ্কে বসিয়া স্তন্যপান করিয়াছে, তাহাদের সমাজে সেই ভ্রাতা ভগিনীরও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একত্র সহবাস ও আলাপাদি করা নিষিদ্ধ, এ রূপ হীন প্রথাকে শত ২ ধিক্। অত্রত্য একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলমান স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার ঘটনাক্রমে পরিচয় হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের অন্তঃপুরে পুরুষ ভৃত্য কখনও থাকিতে পারে না; কেবল পাঁচজন পুরুষ মাত্র আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে—পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র এবং মাতুল (মাতার সহোদর ভাই হওয়া আবশ্যক); অথচ ব্যভিচার স্রোত সেই সমুদয় অন্তঃপুরে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীস্বাধীনতার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, অতএব স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার আঘাতে অবরোধ-প্রথা অনেক ভঙ্গ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে কিয়ৎ পরিমাণে অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিবার প্রয়োজনও উপস্থিত হইয়াছে, কেন না অবরোধ-বন্ধন শিথিল না হইলে উচ্চাঙ্গের স্ত্রীশিক্ষা কোন রূপেই সংসাধিত হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া অদ্য পর্য্যন্তও একেবারে অবরোধ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। দেশ এখন পর্য্যন্তও এতদূর উন্নত হয় নাই যে কোথাও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার

হইবার আশঙ্কা নাই। সভ্যদেশে এক জন যুবতী স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে স্থানান্তর গমনাগমন করিতেছে, ভদ্র ব্যবহার ভিন্ন কোথাও তাহাদের প্রতি অত্যাচারের আশঙ্কা নাই, কিন্তু আমাদের দেশে ওরূপ স্থলে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা কাহারই অবিদিত নাই। তীর্থ-যাত্রীদের মুখে যুবতী স্ত্রীগণের অপমানিতা হইবার কথা অনেক শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়। অতএব এ সময়ে অল্পে অল্পে অবরোধ-বন্ধন শিথিল করিয়া আত্মীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সমভি-ব্যাহারে প্রকাশ্যে গমনাগমন করিলেও হানি নাই, কিন্তু সাধারণ রমণীগণের পক্ষে একাকিনী অবরোধ বহির্গতা হওয়া উচিত নয়, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী কোনরূপে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহির হইলে যেরূপ দুর্ব্বলপক্ষবশতঃ উপযুক্তরূপ উড্ডীন হইতে না পারিয়া দুষ্ট মার্জ্জার দ্বারা প্রাণে বিনষ্ট হয়, তাহাদেরও দুষ্ট লোক দ্বারা তদ্রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া বড় অসম্ভব নয়। ইংরাজ জাতি অতিশয় সভ্য বটেন, কিন্তু সেই সভ্য জাতির অনেক অসভ্য পশুতুল্য ব্যক্তি ভারতের একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবক্ষে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের দ্বারা রেলগাড়ি ইত্যাদিতে বঙ্গ রমণীগণের প্রতি অনেক অত্যাচারের সংবাদ সময় সময় শ্রবণ করা যায়। সেই সমস্ত বিষকুম্ভপয়োমুখ গৌরাঙ্গদের দ্বারা দেশীয়দের স্ত্রীস্বাধী-নতা অপমানিত হওয়া খুব সম্ভবনীয়। কত কত উচ্চপদস্থ ইংরাজ সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতি সময় সময় এরূপ অন্যায় আচরণ করিয়া গিয়াছে শুনা যায় যে, ভয়ে হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠে'। যখন কত কত নীচাশয় ইংরাজ বাঙ্গালিকে খুন করিয়া সচ্ছন্দে পার পাইয়া যাইতেছে, তখন কি তাহারা একজন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে ভয় পাইবে? তেমন এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর মেয়েও যদি বিলাতের ধোপা নাপিতের ছেলের হাতে অপমানিতা হইয়া বিচারপ্রার্থিনী হন তবে কি হইবে? সেই অত্যাচারীই শ্বেত চর্ম্মের গুণে স্বজাতি কিম্বা সম্পূর্ণ ইংরাজমুখাপেক্ষী বিচারপতির ন্যায় বিচারের গুণে অবাধে মুক্তি পাইবেন, মিথ্যা অভিযোগাপরাধে বাদিনীর শাস্তি হওয়াও বড় অসম্ভব নয়। এই সমস্ত দেশ কাল বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্ট হইতেছে আজও অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিবার সম্পূর্ণ সময় উপস্থিত হয় নাই; যাঁহাদের অবস্থা ভাল, সহায় সম্পদ অধিক, তাঁহারা অনায়াসেই স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন সাধারণ রমণীগণের এখনও বাহির হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। অমূল্য কুলমান বিনিময় করিয়া কোন্ রমণী স্বাধীনতা ক্রয় করিতে বাসনা করিতে পারেন? উপসংহারে বলা যাইতেছে যে বঙ্গবামা-গণ অবরোধ ভঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া যতদূর সাধ্য আপনাপন অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করুন, দয়া

ধর্ম্ম বিদ্যা জ্ঞান পবিত্রতা ইত্যাদি বিবিধ সদ্ গুণ সমূহে ভূষিতা হইয়া এক একটী দেবী হউন, কেহই আপনাদিগের ন্যায্যাধিকারে বঞ্চিত রাখিতে পারিবে না। ভারত সন্তানগণ দিন দিন যেরূপ উন্নতি এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে ভারতরমণীর প্রতি কোন নীচাশয় আর অধিক দিন অত্যাচার করিয়া সারিয়া যাইতে পারিবে না। ঈশ্বর সমীপে মনে প্রাণে এই কামনা কর যে ভারতের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন হউক; দেশীয়গণ উচ্চ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হউন, দেশের শাসন ভার প্রচুর পরিমাণে দেশীয়দের প্রতি সমর্পিত হউক, দেখিবে অরুণোদয়ে অন্ধকার যেরূপ পলায়ন করে, সেইরূপ আপনা আপনিই অবরোধ-প্রথা শিথিল হইয়া যাইবে। যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া যাহাতে সেই শুভদিন শীঘ্র সমাগত হয়, তদ্বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতি এস বদ্ধপরিকর হইয়া চেষ্টা করি। "সাধনায় সিদ্ধি ফলে"—দেখি ভারতের এই দুর্ব্বহ অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন হয় কি না। রমণীগণ সমাজের অর্দ্ধাঙ্গতুল্য; দেশ এক পায়ে কখনই দাঁড়াইতে পারিবে না, সমস্ত স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিলে অবশ্যই দেশের এবং সমস্ত রমণীসমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে। এখন অন্তঃপুরটী যাহাতে কলহ পরনিন্দা অনৃদালাপ এবং তাস ক্রীড়ার প্রিয় নিকেতন না হইয়া সদালাপ ধর্ম্মালোচনা এবং পরোপকারের আগার হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হওয়া প্রত্যেক বঙ্গরমণীর একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে অন্তঃপুরে বাস করিয়াও যথার্থ আত্মার স্বাধীনতা জন্মিতে পারে, বিদ্যাশিক্ষা সুচারুরূপে সাধিত হয়, তদনুরূপ চেষ্টা করিতে শিক্ষিতা বঙ্গরমণী মাত্রেরই অধিকার আছে।

শ্রীশ্যামাসুন্দরী দেবী। *

---

* সাবিত্রী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণ স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দানার্থ রচনা পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট প্রথম রচনায় ঢাকানিবাসিনী উপরি উক্ত রমণী কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহার সন্দর্ভ সাদরে প্রকাশ করিলাম। ইহাদ্বারা লেখিকার চিন্তাশীলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, মার্জিত সংস্কার ও লিপিপটুতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা যে অকৃত্রিম, নিম্নপ্রকটিত পত্র অপেক্ষা তাহার উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না।

I know Shamasoondary Devi from a long time. The criticism on Early marriage and zenana system is her own genuine, production.

NABAKANTA CHATTERJEA,
Third Teacher, Dacca Jagannat School and Late Secretary of Dacca Zenana Education Society.

DACCA,
The 20 February, 1883.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

BENGAL LIBRARY 1880 CALCUTTA

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৩ সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৯০—আগষ্ট ১৮৮৩। ৩য় কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীমতী যোশীবাই বিবি কার্পেন্টারের সমভিব্যাহারে লিবারপুল হইতে যাত্রা করিয়া গত ৪ঠা জুনে আমেরিকার নিউইয়র্কে পৌছিয়াছেন। তিনি অত্রত্য কোন আত্মীয়ের নিকট লিখিয়াছেন, যে আমেরিকগণ তাঁহাকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। জাহাজ হইতে তাঁহার আবাসস্থান পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। যোশী বাই প্রভূত যশ ও কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (যিনি কুমারী কাদম্বিনী বসু বি.এ বলিয়া পাঠিকাগণের নিকট পরিচিত) কলিকাতা মেডিকাল কলেজে সর্ব্বপ্রথম ছাত্রীরূপে গৃহীত হইয়াছেন। আশ্চর্য্য! মেডিকাল কৌন্সিলের অধিকাংশ বিজ্ঞ ডাক্তার এ নূতন প্রথা প্রবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের বিশেষ যত্নে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায্য অধিকার স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য রিবর্স টমসনকে শত শত ধন্যবাদ। এখন হইতে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষোত্তীর্ণা রমণীগণ মেডিকাল কলেজে, এবং নিম্নতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রীগণ ঢাকা পাটনা প্রভৃতি মেডিকাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। প্রথম প্রথম মেডিকাল কলেজে প্রবেশ-পথ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অধিকতর সুগম করা উচিত ছিল। মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে প্রবেশিকা

পরীক্ষোত্তীর্ণাগণ স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে গত বৎসর তথায় ছাত্রীসংখ্যা ৮টী হইয়াছে এবং কুমারী অবলা দাস কেবল বার্ষিক পরীক্ষা সন্তোষজনক রূপে দিয়াছেন এমত নহে, রসায়নের 'অনর' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কিছুদিন হইল তপ্তানদীর জলপ্লাবন হইয়া সমুদায় সুরাট সহরটী ডুবিয়া যায়, তজ্জন্য কলিকাতা হইতে যে ডাক বিলাতে যায় তাহা ২।১ দিন পথে আটকাইয়াছিল। নগরবাসীদিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদিগের সাহায্যার্থ বোম্বাইয়ে ইতিমধ্যে ১৫ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, এ প্রদেশ হইতেও চাঁদা তোলা আবশ্যক। শুনা যায় শত বৎসরের মধ্যে তপ্তার আর দুইবার প্লাবন হইয়াছিল, কিন্তু এরূপ ভয়ানক ব্যাপার আর কখনও হয় নাই। আরব্য সাগরে ঝড় উঠিয়া এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। মান্দ্রাজ ও অন্যান্য স্থানেও এবার জলপ্লাবনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের উচ্চ পরীক্ষায় ৮ জন রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে দুই এক জন উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া রাঙ্গলার উপাধি পাইয়াছেন। উচ্চগণিতপরীক্ষোত্তীর্ণদিগের সর্ব্ব প্রথম ৩০ জন রাঙ্গলার, অবশিষ্টেরা সিনিয়ার ও জুনিয়র অপটিমো বলিয়া আখ্যাত হন।

বিলাতের মৎস্য-প্রদর্শনী মেলায় তিন চারি শত বিবি জেলেনী উপস্থিত হইয়া বড়ই সম্মান লাভ করেন। মেলায় প্রথম দিবসে সুবিখ্যাত অধ্যাপক হক্সলী এবং দ্বিতীয় দিবসে স্বয়ং যুবরাজ মৎস্য বিষয়ে উৎসাহকর বক্তৃতা করেন।

আমরা পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ যে সেতুর বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাতে একটী রমণীর হাত আছে। সেতুর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পীড়িত থাকাতে তাঁহার গুণবতী পত্নী সেতু নির্ম্মাণ কার্য্যের শেষ ভাগ সম্পন্ন করেন এবং সেতুর উপর তিনিই সর্ব্ব প্রথম গাড়ী চালাইয়া যান, এজন্য ইউনাইটেড ষ্টেট্সের প্রেসিডেণ্টের নিকট যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের উত্তর গণ্ডার লণ্ড নামক স্থানে কুমারী ফে নাম্নী এক বাজিকরী অল্প পয়সায় বাজি দেখাইবার জন্য প্রায় ৬ হাজার বালককে এক বাটীতে জড় করে এবং প্রদর্শনের পর তাহাদিগকে পুরস্কার দিবার আশা দেয়। প্রদর্শনের পর আগে ভাগে পুরস্কার পাইবার লোভে বালকেরা এক সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে যায়, কিন্তু নীচের একটী

দ্বার রুদ্ধ থাকাতে বালকেরা একস্থানে ঠাসিয়া যায়। ইহাতে ১৮০টী বালক একবারে মৃত এবং অনেকে আহত ও মৃতপ্রায় হয়। বালকদিগের পিতামাতা তাহাদিগকে ভাল সাজগোজ পরাইয়া তামাসা দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু অনেকে আসিয়া তাহাদিগের শবশরীর মাত্র দর্শন করিলেন। এই সংবাদে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। মহারাণী শুনিবামাত্র একখানি সহানুভূতিসূচক পত্র সহ একছড়া পুষ্প মালা প্রেরণ করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই মালা দ্বারা কবর স্থান সজ্জিত করা হয়।

লডোনস্ক নামক সুইডেনবাসী যে ব্যক্তি রুসিয়ার উত্তর পূর্ব্ব পথ দিয়া ভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন করেন, তিনি এক্ষণে আইসলণ্ডে। তথা হইতে গ্রীনলণ্ডে গিয়া তাহার মধ্যদেশ পরিদর্শন ও তদ্বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন। ওবি, ইনিসী প্রভৃতি নদীতীরে স্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হইয়া বায়বীয় অবস্থা পরিদর্শন করা হইতেছে। টম্‌সন নামক এক ইংরাজ রাজকীয় ভূগোল সভার আদেশে মধ্য আফ্রিকার অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। মধ্য আসিয়ার নক্সা বাহির হইয়াছে। এই সকল দ্বারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার কার্য্যের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বিশপ কোলেন্সোর মৃত্যু হইয়াছে। ইহার গণিত পুস্তক এ দেশের ছাত্রগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। তিনি আফ্রিকার দক্ষিণাংশ নেটালের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং দুর্ভাগ্য দেশবাসীদিগের সপক্ষ হইয়া অত্যাচারী ইংরাজশাসনকর্ত্তাদিগের দমনার্থ স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি অতি সরল বিশ্বাসী ও দৃঢ়চিত্ত লোক ছিলেন, বাইবেলের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এক সময় সমুদায় খৃষ্টান সমাজের ঘৃণা, বিদ্রূপ ও তাড়না অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন।

মৌমাছি পালন দ্বারা ইংলণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে। এদেশে ইহার প্রচলন জন্য গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। উচ্চভূমি না হইলে এ কার্য্য হয় না সংস্কার ছিল; কিন্তু নিম্ন ভূমিতেও হইতে পারে এরূপ সপ্রমাণ হইয়াছে।

এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহা বার পর নাই আহ্লাদের বিষয়। বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বেহারে একটী আদর্শ ক্ষেত্র করিয়া কৃষিজাতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মান্দ্রাজের সভাপতি মুদেলিয়ার এক কোম্পানী খুলিয়া বিলাতী হল দিয়া চাষ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষিকার্য্যের বড় সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গদেশে এরূপ অনুষ্ঠান হয় না কেন?

বঙ্গ মহিলা সমাজের অধিবেশন এখন প্রতি সপ্তাহেই হইতেছে এবং তাহাতে বহুসংখ্যক সভ্য সমাগত হইয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। গত আলোচনা সভায় শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' নামে রচনা পাঠ করেন, তাহা ভারতীতে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা শুনিলাম এ সম্বন্ধে মহিলাদিগের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়, তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইলে ভাল হইত। মহিলাগণ স্বাধীনভাবে সামাজিক বিষয় সকলের দোষগুণ বিচার করেন, বড়ই আহ্লাদের বিষয়, তবে তর্কপ্রিয়তা অপেক্ষা সহজ জ্ঞান ও সুযুক্তি তাঁহাদের সহায় হয়, ইহা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

নারীচরিত।

লেডী মেরী উট্‌লে মন্‌টেগু।

লেডী মন্‌টেগু ইংলণ্ডের এক উচ্চ বংশোদ্ভূতা। ইহাঁর পিতা ইভ্‌লিন্ কিংসটনের ডিউক ছিলেন। ইহাঁর মাতা লেডী মেরী ফিল্ডিং ডেনবারের আরলের কন্যা। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার সহোদরের শিক্ষকের নিকট পড়িতে দেন। মন্‌টেগু অল্পকাল মধ্যে গ্রীক্ লাটিন ভাষাতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার মানসিক বৃত্তিনিচয় এরূপ বিকাশিত হইল, যে সে সময়ে তাঁহার তুল্য স্ত্রীলোক অল্পই দৃষ্ট হইত। বহু দিন পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ সাত ঘণ্টাকাল পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন।

লেডী মেরী জনসমাজে সুপরিচিতা নন, তাহার কারণ এই যে, ইহাঁর রচনাবলীর অধিকাংশ জনসমাজে প্রকাশিত হয় নাই। ইনি অনেক লেখেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় অদ্যাপি আমাদের দেশে অনেক জনক জননী যেরূপ কন্যার বিদ্যাশিক্ষাকে কুলকলঙ্ক অথবা জাতিকলঙ্ক বলিয়া বিবেচনা করেন, লেডী মেরীর মাতা তদ্রূপ বোধে কন্যার মহামূল্য লিপিগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। ঘটনাক্রমে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে এখন তাঁহার গৌরব প্রকাশ পাইতেছে। একজন পুস্তকবিক্রেতা তাঁহার পারিবারিক দলিল পত্রাদি মধ্য হইতে তাঁহার রচনাসকল বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৭১২ খৃষ্ট অব্দে এডওয়ার্ড মন্‌টেগুর সহিত এই রমণীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রথম জর্জের রাজ্যাভিষেকের পরে রাজকোষে স্বামীর কর্ম্ম হওয়াতে তাঁহার সমভিব্যাহারে তিনি লণ্ডনে আসিলেন।

এখানে স্বীয় সদ্‌গুণ ও সৌন্দর্য্যপ্রভাবে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং পোপ্, আডিসন্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়।

১৭১৬ অব্দে তাঁহার স্বামী পোর্টে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে মেরী তথায় তাঁহার অনুগমন করেন। এখান হইতে তিনি যে সকল পত্র লেখেন, তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তিভিত্তি সংস্থাপিত হয় এবং তিনি ইংরাজী ভাষায় সর্ব্বপ্রধান লেখিকা বলিয়া বিখ্যাত হন। ইংলণ্ডে গোবীজে টীকাদানের প্রবর্ত্তন করিয়া ইনি একটী মহৎ মঙ্গলের বীজ বপন করেন। বেলগ্রেড নগরে অবস্থিতি কালে তুরস্কদিগের মধ্যে টীকা দেওয়া প্রথা দেখিয়া ও ইহার সুফল বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া তিনি প্রথমে আপনার তিনবৎসরবয়স্ক সন্তানকে টীকা দেন। পরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার স্বামীর ডাক্তারের সাহায্যে তথায় টীকা দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহার ফলোপধায়িতা বিষয়ে সন্দিহান হওয়াতে পাঁচজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর শরীরে ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ হয়। ইহার সুন্দর ফল দেখা গেল; কিন্তু কি ডাক্তার কি পাদরী সম্প্রদায় সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইলেন—কেহই এ বিষয়ের অনুমোদন করিলেন না। অবশেষে দ্বিতীয় জর্জের স্ত্রী, তৎকালীন প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস ও অন্যান্য সুশিক্ষিত লোক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহার মতের জয় হইল।

স্বাস্থ্যের উন্নতি জন্য ১৭৩৯ সালে তিনি ইতালী যাত্রা করেন। তথায় দুই বৎসরকাল থাকিয়া ইংলণ্ডে পুনরায় আসেন। এই স্থানে আসিয়া এক বৎসর না যাইতে যাইতে ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার দুই সন্তান—এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাকে মারকুইস্ অব বিউট্ বিবাহ করেন।

বৈবাহিক সুখ সম্বন্ধে লেডী মেরী যাহা তাঁহার স্বামীকে লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কতিপয় পংক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বিবরণ শেষ করা যাইতেছে।

"যদি আমরা বিবাহ করি, আমাদিগের সুখ পরস্পরের ভালবাসায় পরিণত থাকিবে। যদ্যপি ভাল বাসা চাও, তাহা হইলে সর্ব্বদা প্রীতিপ্রদ হইবে। সুরস, সুসাধু ও মধুর স্বভাব এবং প্রফুল্লতা ব্যতিরেকে কেহ কাহাকে প্রীতি দান করিতে পারে না।"

জরুজলম।

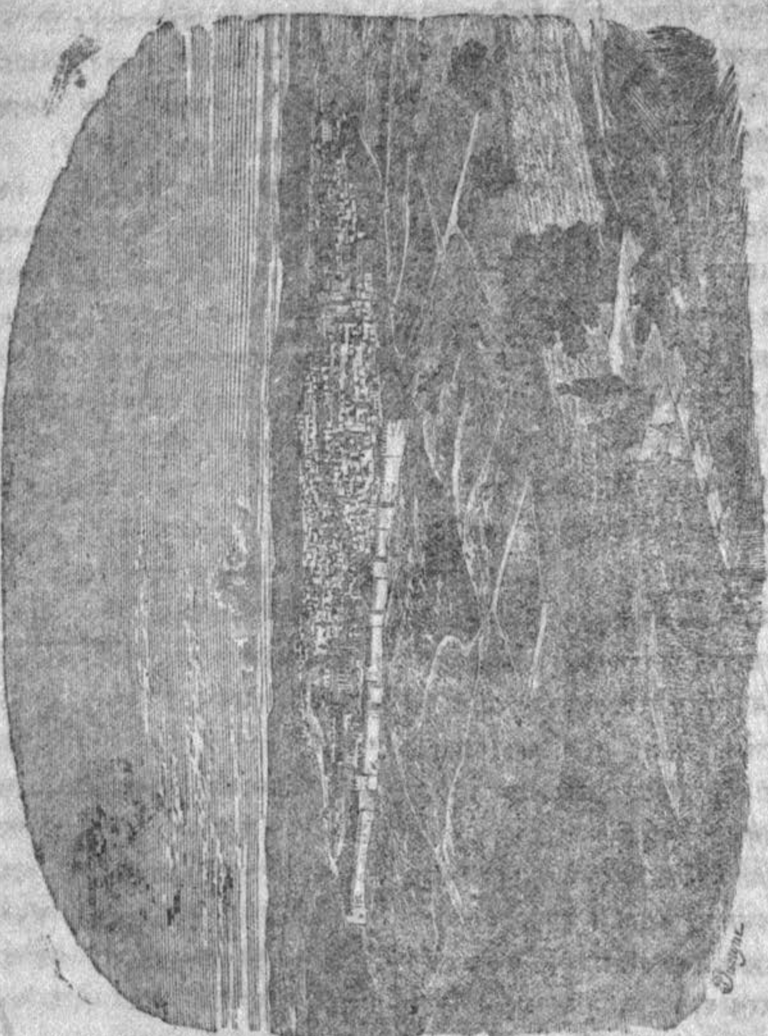

যে নগরের প্রতিকৃতি এস্থলে প্রকাশিত হইল, ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটী প্রাচীনতম স্থান। ইহা ইহুদীজাতির রাজধানী ও প্রধান ধর্ম্মযাজন স্থান ছিল এবং এখানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা ঈশা ক্রুশাঘাতে নিহত হন, এজন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের পক্ষে ইহা অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। খৃষ্ট ধর্ম্মস্রোত এখান হইতে

প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে। আসিরীয়, বাবিলোনীয়, পারস্য, রোমান ও তুরস্ক জাতি যুগপরম্পরা বিজয়-পতাকা হস্তে এই স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন এবং ইহার অধিকার লইয়া খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর ধর্ম্মসংগ্রাম চলিয়াছে।

জরুজলমের প্রাচীন ইতিহাস যতদূর পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বতন নাম সালেম ও জিবস ছিল এবং ইহা জেবুসাইট নামক এক জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। ইহুদী জাতির আদি পুরুষ আব্রাহামের সময়ে মেলচিজেডেক নামে এক ব্যক্তি ইহার রাজা ছিলেন। পরমেশ্বর আব্রাহামের নিকট অঙ্গীকার করেন, এই নগর সহ পালেষ্টাইন বা পবিত্র দেশ তাহার ভাবী বংশকে প্রদান করিবেন। ইহুদীরা অনেক দিন হইতে এই বিশ্বাসে এই রাজ্য লাভের আশা করিতেছিল, পরে ধর্ম্মোপদেষ্টা মুসা তাহাদিগকে মিসর হইতে এই দেশের উদ্দেশে লইয়া আসেন, কিন্তু পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার শিষ্য জস্থুয়া অনেক কষ্টে জেবুসাইটদিগকে জয় করিয়া পবিত্র দেশ অধিকার করেন। ইহুদীদিগের সংস্কার ছিল, এই দেশ মধু ও দুগ্ধে প্লাবিত, তাহারা এদেশে আসিয়া সুন্দর দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও সুখভোগের আরও অনেক উপাদান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সমগ্র দেশ এককালে অধিকার করিতে পারে নাই। অনেক দিন পরে তাহাদিগের রাজা ডেবিড জেবুসাইটদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া সমগ্র দেশের অধিপতি হন এবং সমগ্র জরুজলমে* তাঁহার রাজধানী বিস্তার করেন।

ইহুদী জাতির প্রাচীন-ইতিহাস-বেত্তা যোজেফসের বর্ণনানুসারে জরুজলম জায়ন, আক্রা ও মোরিয়া নামে তিনটী পর্ব্বতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আক্রা পর্ব্বতের মস্তক সমভূমি করিয়া এবং মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে মোরিয়ার সহিত একত্র করা হয় এবং এই মোরিয়া-শিখরেই ইহুদীদিগের সুবিখ্যাত উপাসনা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। জায়ন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ পর্ব্বত, তাহাতে কেল্লা ছিল এবং ডেবিড তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিন দিকে দুরারোহ পাহাড় এবং এক দিকে কেল্লা থাকাতে জরুজলমে শত্রুগণ সহজে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহুদীদিগের রাজ্য তাহাদিগের দ্বাদশটি বংশের নামানুসারে যে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে জুডা ও বেঞ্জামিনের কিয়দংশের উপরে রাজধানীটি স্থাপিত ছিল এবং ভবিষ্যতে ইহুদীরাজ্য দুই প্রধান অংশে

---

* জরুজলম অনেক দিন পর্য্যন্ত উচ্চ ও নিম্ন জরুজলম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল—উচ্চ জাবুসাইট দিগের এবং নিম্ন জরুজলম ইহুদীদিগের প্রধান নগর ছিল।

বিভাজিত হইলেও জরুজলম সকল বংশেরই ধর্ম্মযাজনার প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল।

ইহুদীদিগের গণনানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টির ২০২৩ বৎসর পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে জরুজলম নির্ম্মিত হয়। ডেবিড ৪০ বৎসর এখানে রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সলোমন ইহার শোভা সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। তিনি একজন প্রধান ঐশ্বর্য্যবান্ রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির বহুশত বৎসর স্থায়ী হইয়া একটী আশ্চর্য্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত ছিল। খৃষ্টের জন্মের ৯৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহুদীরা দুইভাগে বিভক্ত হইলে সলোমনের পুত্র দুই বংশের অধিনায়ক হইয়া এখানে রাজত্ব করেন, তৎপরে আর ১৯ জন রাজা রাজত্ব করিলে আসিরিয়া-রাজ সালমানেজার ইহুদীদিগকে জয় করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী নেবুকাডনেজার খৃষ্টের জন্মের ৫৮৬ বৎসর পূর্ব্বে জরুজলম আক্রমণ ও ধ্বংস করেন এবং ইহুদীদিগকে কয়েদ করিয়া তাঁহার রাজধানী বাবিলনে লইয়া গিয়া কারাবদ্ধ করেন। ৭০ বৎসর পরে পারস্যরাজ সাইরস্ বাবিলন জয় করিয়া ইহুদীদিগকে মুক্তি দান করিলে তাহারা পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগত হয় এবং জরুজলম পুনর্নির্ম্মাণ ও পুনরায় তথায় উপাসনা মন্দির স্থাপন করিয়া ইহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলে। মহাবীর আলেকজাণ্ডার এই নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াও ইহার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সেনাপতি মিসররাজ টলেমী নগর লুণ্ঠন করেন। অতঃপর সিরিয়ার রাজারা বারংবার জরুজলম আক্রমণ করেন, কিন্তু মাকাবী জাতি বীরত্ব-সহকারে তাহাদিগকে বার বার দূরীভূত করিয়া দেয়। রোমানেরা জুডিয়া রাজ্য জয় করিয়া রোমীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহারা ইহুদীদিগের ধর্ম্ম বা আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নাই। রোমানদিগের অধিকার কালেই খৃষ্টের আবির্ভাব হয়। খৃষ্টের ধর্ম্মপ্রচার, লীলা, বন্ধন, বিচার, ও প্রাণদণ্ড এই স্থানেই হয়। সম্রাট্ নিরোর রাজত্বকালে ইহুদীরা রোমান শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং রোমান সেনাপতি সুপ্রসিদ্ধ টাইটস জরুজলম ভস্মসাৎ ও তাহার মন্দির ভূমিসাৎ করেন। ইহুদীগণ দাসরূপে বিক্রীত হয়। সম্রাট এড্রিয়ানের রাজত্ব সময়ে জরুজলম সমভূমি করা হয়, এবং তদুপরি ইলিয়া কাপিটোলাইনা নামে এক রোমীয় নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমীয় সম্রাট কনষ্টান্টাইন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে ইহা পুনরায় জরুজলম নামে অভিহিত হয় এবং ইহার প্রতি সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়। রোম সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে

সঙ্গে জরুজলমের প্রতি সাধারণের ভক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহা বিজয়ী তুরস্কদিগের হস্তে পতিত হয়, তাহারা খৃষ্টীয় তীর্থযাত্রীদিগের উপর এরূপ উৎপীড়ন করে যে সমুদায় খৃষ্টীয় জাতি তৎসংবাদে ক্রোধোন্মত্ত ও দলবদ্ধ হইয়া মহা যুদ্ধ করে। খৃষ্টীয় ধৰ্ম্মযোদ্ধারা সেনাপতি গডফ্রের অধীনে ১০৯৯ সালে জরুজলম উদ্ধার করেন এবং সেই সেনাপতি ইহার রাজা বলিয়া অভিহিত হন। ৬০ বৎসর কাল খৃষ্টানদের অধিকারে থাকিয়া জরুজলম মুসলমানসম্রাট সালাডিনের হস্তগত হয়। ১৫১৭ সালে ইহা তুরস্ক সাম্রাজ্য ভুক্ত হয় এবং তদবধি অদ্যাপি সেই অবস্থায় রহিয়াছে। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদিগের ধৰ্ম্ম-যাজনার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং ১৮৪১ সালে জরুজলমে একটা প্রটেষ্টাণ্ট চৰ্চ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই নগরের প্রাচীন অধিবাসী ইহুদীগণ এখন কোথায়? তাহারা খৃষ্টের অভি-সম্পাত মস্তকে লইয়া গৃহহীন ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদায় পৃথিবীতে পরি-ভ্রমণ করিতেছে।

কায়স্থ কন্যা।

দ্বিতীয় পত্র।

দর্পনারায়ণ কহিলেন,—“জননি, আমাকে বিপন্ন দেখিয়া যখন দর্শন দিয়াছেন, তখন আমার বিপদের কথা আর আপনার নিকট বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি সকলই প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছেন। এখন প্রার্থনা এই, অকৃতি সন্তানকে পরিত্রাণ করুন।” প্রেতাত্মা কহিলেন,—“তোমার দময়ন্তীই তোমাকে রক্ষা করিবে। দময়ন্তী ক্ষণজন্মা কন্যা,—কেবল তোমাকে কেন,—বর্ত্তমান কালে কায়স্থের যে কন্যাদায় বঙ্গদেশ দগ্ধ করিতেছে, সেই দুৰ্দ্ধৰ্ষ কায়স্থ কন্যাদায় হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবে।” এই কথা বলিয়া প্রেত-মূৰ্ত্তি দর্পনারায়ণের শয়নগৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। দর্প-নারায়ণের স্বপ্নভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান করিয়া বহির্বাটীতে গিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল। দর্পনারায়ণ হুক্কাকর্ষণ আরম্ভ করিলেন। দর্পনারায়ণ গত নিশায় স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়াছেন বোধ হইল। কেন না অন্য দিন তিন বার তামাক না খাইয়া শৌচে যান না, অদ্য ২।৪ টান দিয়াই শৌচোদ্দেশে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল পূৰ্ব্ববৎ সন্ধ্যাকালীন মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গম্ভীরই রহিয়াছে। বাহ্যভাব

দেখিয়া কেহ তাঁহার অন্তর অনুভব করিতে পারে না। আমরা ভূয়োদর্শন বলে তাঁহাদের ন্যূনাধিক্য বশতঃ তাঁহার মনের ভাব কল্পনা করিয়াছি। এই কল্পনায় ভ্রম নাই; কেন না মনে দুঃখ হইলে, তাঁহাদের শ্রাদ্ধ হয়, চিরপ্রসিদ্ধ!

দত্তমহাশয় হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবং স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক আহারে উপবেশন করিলেন। গৃহিণী তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া কখন দত্তমহাশয়ের গাত্রোদ্গত স্বেদবারি, কখন বা অন্নোপবিষ্ট মক্ষিকানিচয় নিবারণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দময়ন্তী তথায় উপস্থিত হইলেন। দময়ন্তীর পদচুম্বিত একাবেণী, আকর্ণ-প্রসারিত কমল-লোচন, চম্পক-বিনিন্দিত অঙ্গকান্তি, স্ফুটমান গোলাপকলিকাবৎ নবযৌবন--বিকাশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া জনক জননী যেন চমকিয়া উঠিলেন;—পিতা মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া যেমন কন্যার মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। গৃহিণী কহিলেন,—"তুমি মেয়ে মানুষের মত কাঁদ কেন? মেয়ের কপালে থাকে ত কত বর জুটবে।" দর্পনারায়ণ কহিলেন,—"গৃহিণি, তুমি কি মনে কর, উপযুক্ত পাত্রের অভাবেই আমি কাঁদি,—টাকা দিলে পাত্রের অভাব কি? তিন হাজার টাকার কমে কিছুতেই মেয়ের বিবাহ হইবে না, আমার হাজার টাকারও সংস্থান নাই। আর কেবল যে টাকার জন্যই ভাবিতেছি, তুমি তাহাও মনে করিও না। আমি যে কত দুঃখে কাঁদি,—তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি নিতান্ত নয়নহৃদয়া,—নয়ন-পথবর্ত্তী পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওনা।" দর্পনারায়ণ এই সকল কথা বলিয়া নীরব হইলেন এবং কথঞ্চিৎ ভোজন শেষ করিলেন।

দময়ন্তী কহিলেন,—"পিতঃ আপনি অদ্য হইতে আমার জন্য সকল চিন্তা ও সকল দুঃখ পরিত্যাগ করুন। আপনি আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর নষ্ট করিতেছেন। আমি গত নিশার শেষভাগে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। একটী প্রৌঢ়া দেবী আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে গৃহ আলোকময় হইল। আপনাকে আমার কুশলাকাঙ্ক্ষিণী ও স্বর্গবাসিনী পিতামহী বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং আমাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। সে উপদেশ যথাযথ বাক্যে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার ফল জীবনে দেখাইতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘনে অশেষ অমঙ্গলভীতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বপ্নের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই,—আমাকে চির-কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বিনী হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে হইবে এবং পিতৃমাতৃসেবা ও পরোপকারই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইবে। যে কায়স্থ

কন্যা আন্তরিক দৃঢ়তার সহিত যাবজ্জীবন এই ব্রত আচরণ করিবে, সে ইহকালে প্রত্যক্ষ জাগ্রতী দেবীস্বরূপা জন্ম ভূমির আশীর্ব্বাদ পাইবে এবং সেই আশীর্ব্বাদের বলে পারলৌকিক অনুপম সুখ ভোগ করিবে। এক নিমিষের সেই অপ্রাকৃত সুখের সহিত তুলনা করিলে যাবজ্জীবনের আত্মবঞ্চনা-জনিত দুঃখ তুচ্ছ হইবে। মুক্তাত্মাসকল এইরূপ ব্রতাবলম্বিনী কায়স্থকুমারীগণকে সর্ব্ব প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন। অতএব পিতঃ, আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না,—যে কন্যাভার আপনার শির ব্যথিত করিতেছিল, তাহা দূরে নিঃক্ষেপ করুন। আমার অনূঢ়াবস্থা হইতে নিজকুলের কোন অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না, আমি আত্মজীবনকে অব্যাহত ও পবিত্র রাখিবার জন্য দৈববল প্রাপ্ত হইয়াছি।" কন্যা এই সকল উক্তি করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, দর্পনারায়ণ দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন —"হে প্রেতলোকবাসিনি জননি, তুমি যে কি জন্য কি জড়িপট্টি বাধাইতেছ, তাহা দর্পনারায়ণের বুদ্ধির অগম্য!"

দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —"বৎসে, তুমি কি আমার প্রতি অভিমানিনী হইয়া এরূপ কহিতেছ? না সহসা উন্মাদিনী হইলে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি যাবজ্জীবন বিবাহ না করিয়া থাকিবে,—ইহাও কি একটা কথা? না চিরকুমারীর চরিত্র অকলঙ্কিত থাকা সম্ভব?" দময়ন্তী কহিলেন, "পিতঃ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও মাতৃভক্তি দৃঢ় হইলে মানুষে না পারে এমন কার্য্য নাই।'

দর্পনারায়ণ বলিলেন,—"তোমার ও হেঁয়ালি আমি বুঝিতে পারিলাম না। পরিষ্কাররূপে বল।"

দময়ন্তী বলিলেন,—"আপনারা (পিতা মাতা) কত ক্লেশে আমায় লালন পালন করিয়াছেন,চিরকাল আপনাদের নিকটে থাকিয়া আপনাদের সেবা শুশ্রূষা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য, না ধার্ম্মিক ও গুণবান পুত্র প্রসব দ্বারা ভাবী স্বামিকুল উজ্জ্বল করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য? যদি বলেন, চিরকাল অন্নবস্ত্র দিয়া কন্যা পোষণ আপনাদের অনভ্যস্ত। কায়স্থকুমারী শিল্পকার্য্য দ্বারা, অন্ততঃ ভিক্ষা দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া আপনার উদর পোষণে সমর্থ হইবে। প্রয়োজন হইলে,যথাকালে আপনাদেরও সাহায্য করিতে পারিবে। অতএব আপনাদের সেবা,—অনুষঙ্গতঃ পরোপকার সাধন আমার প্রধান কর্ত্তব্য;—এই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই জীবনের সকল সুখ বিসর্জন দিতে পারিব। বাবা, উপভোগের সুখ, সকলেই অবগত আছে, কিন্তু ত্যাগের অনুপম ও সুদুর্লভ সুখের সম্বাদ অল্পলোকেই রাখিয়া থাকেন; আমি সেই সুখের প্রয়াসী। সেই সুখের লালসায় কেন না তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করিয়া জীবনকে অকলঙ্কিত

রাখিতে পারিব? আমার অপর আশ্রয় মাতৃভক্তি। জন্মভূমিই মনুষ্যের সনাতনী মাতৃরূপা। এই মায়ের চরণে ভক্তি থাকিলে চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ হয়। ইহাঁকে সুখী করা এবং ইহার দুঃখ নিবারণ করায় মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। সুখবর্দ্ধন অপেক্ষা দুঃখ নিবারণ প্রধান কর্ম্ম। মায়ের যখন সেই দুঃখের দশা, আমরাই (কায়স্থ কুমারীগণ) সেই দুঃখের কারণ।

দর্পনারায়ণ কহিলেন,—বৎসে, তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে বাস্তবিকই তোমাতে দেবাবেশ হইয়াছে। তোমরা আমাদের আদরের বস্তু; তোমাদের লালন পালন করিয়া সৎপাত্রে অর্পণ করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তোমরা কি জন্য বঙ্গমাতার দুঃখের কারণ হইবে? আর কন্যার বিবাহ দেওয়া চিরাচরিত প্রথা,—তাহাইবা আজ কিরূপে বন্ধ হইতে পারে? কন্যা কহিলেন—পিতঃ, বঙ্গদেশের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশ প্রধান, ইহাদের সুখ দুঃখের উপরেই বঙ্গমাতাকে অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। আপনি আমার জন্য যেমন জ্বলিতেছেন, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ঐ আগুন জ্বলিতেছে। এই বেড়া আগুনে বাঙ্গালা ছারখার হইতেছে। এই বেলা ইহার প্রতিকার না হইলে ইহার উপর কন্যা হত্যা উদ্বন্ধন প্রভৃতি মহা পাপের ঝড় উঠিলে আর রক্ষা থাকিবে না। ব্রাহ্মণের কন্যাদায়ও প্রায় আমাদের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। অতএব প্রধান প্রধান বংশীয় পুরুষগণের সমস্ত বুদ্ধি ক্ষমতা যদি কন্যার বিবাহদানেই পর্য্যবসিত হইল, তবে আর বঙ্গদেশের উপায় কি? তাই বলিতেছি আমরাই সকল দুঃখের মূল। আমাদের ব্রহ্মচর্য্যই এই অমঙ্গলনাশের একমাত্র উপায়। দেশের প্রথার কথা কহিবেন না। শুনিয়াছি, এক গৃহস্থের বাটীতে বিড়াল ছিল। সেটীকে শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মের সময় বন্ধন করিতে হইত; নচেৎ ভক্ষ্য দ্রব্যাদি নষ্ট করিত। ক্রমশঃ সেই গৃহে এইরূপ কুলপ্রথা হইয়াছিল যে একটী বিড়াল না বাঁধিলে শ্রাদ্ধাদি কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হইত না। এই রূপে যে প্রথার সৃষ্টি হয়, সে প্রথার প্রতি আস্থা রাখা মনুষ্যের কার্য্য নহে। কায়স্থকন্যার বিবাহও এখন ঐরূপ হইয়া উঠিয়াছে—যেমন বিড়াল বাঁধিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি বিড়াল বন্ধন করে; সেইরূপ কায়স্থ পুত্রদিগের এখন বিবাহ করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধিত করা হয়। এই জন্যই তাহাদিগকে এত তোষামোদ করিতে হয়—এত উৎকোচ দিতে হয়।" পিতা কহিলেন, "অদ্য বেলা হইয়াছে, আফিসে যাই। তুমি মন হইতে এ সকল অসম্ভব কল্পনা ত্যাগ কর।" এই বলিয়া দর্পনারায়ণ প্রস্থান করিলেন।

দময়ন্তী সত্বর স্নানাহার শেষ করিয়া পল্লীতে যতগুলি কায়স্থের অনূঢ়া কন্যা ছিল, সকলকে পরম যত্নে নিজ বাটীতে আহ্বান করিলেন। সকলে এক গৃহে একত্র উপবিষ্ট হইলেন। দময়ন্তী সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয় ভগিনিগণ, আমি আজ তোমাদিগকে একটী নূতন কথা বলিবার জন্য ডাকিয়াছি। তোমরা কেহ যাবজ্জীবন বিবাহ করিতে পাইবে না। তোমরা বেশ হাসিতে খেলিতে নূতন কাপড় ও গহনা পর এবং পালকীতে উঠিয়া শ্বশুর বাড়ী যাও;-কিন্তু তোমাদের পিতা বা ভ্রাতারা তোমাদের বিবাহ জন্য যে কত ক্লেশ সহ্য করেন, তোমরা তাহার খবর লও না। তোমাদের পিতা ও মাতারা কতদুঃখে তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন ও কত যত্নে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; ক্ষণস্থায়ী সাংসারিক সুখের জন্য তাঁহাদিগকে এত ক্লেশ দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করা কি তোমাদের উচিত? যাহার পাঁচ শত টাকার সঙ্গতি নাই, তাহাকে একটি মেয়ের বিয়ে দিতে তিন হাজার টাকা খরচ করিতে হইবে। এই টাকার যোগাড় করিতে তাঁহার হৃদয়ের অর্দ্ধেক শোণিত শুষ্ক করিতে হইবে এবং কন্যা যত বড় হইবে, পিতা মাতাকে ততই আকাশ পাতাল ভাবিয়া মস্তকের কেশ শুভ্র করিতে হইবে। কেন? আমাদের জন্য তাঁহাদের এত ক্লেশ কেন? এই দেখ আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আমার পিতার একবৎসর হইতে অর্দ্ধেক আহার উদরস্থ হয় না। তিনি এত বিকৃত হইয়াছেন যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অনেক দিন দেখে নাই,সে এখন দেখিলে তাহাকে চিনিত পারে না। কেন? আমার জন্য তাঁহার এত ক্লেশ কেন? আমার হৃদয়ে কি মনুষ্যের শোণিত নাই? আমি কি প্রতিজ্ঞা করিতে জানি না? না দুঃখ সহ্য করিতে পারি না? ভগিনিগণ, আইস—আমার অনুগামিনী হও। আমরা আমাদের জন্য এবং ভবিষ্যতে যত কায়স্থ কুমারী জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাদের জন্য বঙ্গদেশের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করি—আমরা যাবজ্জীবন বিবাহ করিব না—চির-কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বিনী হইয়া পিতৃমাতৃসেবা ও পরোপকারে জীবন ক্ষয় করিব। এই রূপ করিলে বঙ্গলক্ষ্মী পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,সেই আশীর্ব্বাদের ফলে আমরা পরলোকে অনুপম সুখ ও শান্তি পাইব,—যাহার এক কণিকার সহিত যাবজ্জীবনের ইন্দ্রিয়সুখ তুল্য হইবে না। আমার স্বর্লোকবাসিনী পিতামহী প্রত্যক্ষ হইয়া আমাকে এই স্বর্গীয় সত্যের উপদেশ করিয়াছেন। এই সত্যে আমার অটল বিশ্বাস—ভরসা করি তোমরাও আমার ন্যায় এই সত্যে বিশ্বাসিনী হইবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দম-

য়স্তী সমাগতা কুমারীগণকে এবিষয়ে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। কুমারীগণের প্রায় সকলেই হস্তোত্তোলন করিয়া দময়ন্তীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সাবিত্রী নাম্নী একটি কুমারী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—

"দময়ন্তী দিদি! তোমার কথা শুনিয়া তোমার প্রতি আমার এত ভক্তি হইয়াছে যে, তুমি মরিতে বলিলে মরিব, বাঁচিতে বলিলে বাঁচিব, চিরকৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বন কোন ছার কথা! কিন্তু দিদি আমার মনে একটী শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। তুমি তাহা দূর করিয়া আমাকে সুখী কর। শঙ্কা এই আমি বড় মানুষের মেয়ে; আমার বিবাহে যত টাকার প্রয়োজন হইবে, আমার পিতা তত টাকা ব্যয় করিতেই সমর্থ। তিনি আমার বিবাহ দিবার জন্য জিদ্ করিলে আমি তাঁহাকে কি বলিয়া ক্ষান্ত করিব?" দময়ন্তী সাবিত্রীকে নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"প্রাণের ভগিনি সাবিত্রি, আমি তোমাদিগকে ব্রতাবলম্বনের যে মহৎ লক্ষ্য ও মহৎ ফল নির্দ্দেশ করিয়াছি, অভিভাবকগণের অর্থাভাব জন্য ক্লেশ নিবারণ তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বিষয়। বিদ্যা, ধন, সভ্যতায় যে ইউরোপ বর্ত্তমান কালে ভুবনের ভূষণস্বরূপ, একবার সেই ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে তোমার সকল শঙ্কা ও সকল সংশয় দূর হইবে। সেখানে দেখিবে, শত শত রমণী যাঁহারা বড় বড় লর্ড ও ডিউকের ঘরে জন্মিয়া এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল বিলাসের মধ্যে লালিত হইয়াও চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। কেন? তাঁহাদের অভিভাবকগণের কি অর্থ নাই বলিয়া? অর্থেরই বা প্রয়োজন কি? সে দেশত বঙ্গদেশ নয়। সেখানে ত আমাদের ন্যায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পাত্র ক্রয় করিতে হয় না। বরং যিনি গুণবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী না হন, তাঁহাকে লোকে কন্যাদান করে না। তবে তত্রত্য রমণীগণ বিবাহে বিরত কেন? ইহার কারণ যদি অনুসন্ধান কর, জানিতে পারিবে, আমি তোমাদিগকে এই সংসারের কুটিল পথ হইতে যে সুখ ও শান্তির সরল পথে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিতেছি, তাহারাও সেই সুখের অভিলাষিণী। তাঁহাদের কার্য্যানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, কেহ পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তরে গমন পূর্ব্বক শত্রু ও হিংস্র জন্তুর অত্যাচার তুচ্ছ করিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কেহ কেহ রণভূমির অদূরবর্ত্তী শিবিরে বসিয়া আহত ও মুমূর্ষু সৈনিকগণের শুশ্রূষা করিতেছেন। কেহ বা কারাবাসিগণের দুঃখ দূরীকরণে, কেহ বা মাতালের, কেহ বা বাতুলের নরক যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কৌমার, কৈশোর, যৌবন,

প্রৌঢ়, সকল অবস্থা সমভাবে যাপন করিতেছেন, পার্থিব দুঃখ ও দুর্দ্দিনে ভ্রূক্ষেপ নাই! এইরূপ কতস্থানে কত চিরকুমারী পৃথিবীতে স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠ আনিতেছেন দেখিতে পাইবে। ভগিনি! তাঁহারা কি জন্য সেরূপ করিতেছেন, একবার স্থির চিত্তে চিন্তা কর। সাবিত্রী কহিলেন,—"দিদি, তোমার কথা আর চিন্তা করিতে হইবে না, তোমার মনের ভাব বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়াছ।"

সুভদ্রা নাম্নী আর একটী কায়স্থ-কুমারী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "কুমারী-কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দময়ন্তী দিদিকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি, তুমি কন্যাভারগ্রস্ত কায়স্থকুলের উদ্ধার করিবার জন্য—বঙ্গমাতার এই লজ্জা-জনক কলঙ্ক দূর করিবার জন্য এবং কায়স্থ কন্যাগণের নারী জন্ম সফল করিবার জন্য, যে সকল উক্তি করিলে, তাহাতে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই, বলিবার ক্ষমতাও নাই। আমি শুনিয়াছি, ও পাড়ার দামিনীর বিবাহ দিতে তার বাপের যে ঋণ হইয়াছিল, সেই ঋণশোধ দিতে না পারাতে তাহাদের ভদ্রাসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমার আজ স্মরণ হইল, আমি আর একদিন একটী গোল শুনিয়াছিলাম। বিশ্বাসদের বড় বউ তাঁহার পঞ্চমী কন্যাকে প্রসবান্তে সূতিকাগারের বাহিরে রাখিয়াছিলেন, তথা হইতে মেয়েটীকে শৃগালে লইয়া যায়। আমার মা এই ঘটনা শুনিয়া কহিলেন,—'বেশ করিয়াছে, যে বিয়ের কষ্ট!' আমি তখন সে কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই; আজ দময়ন্তী দিদির কথায় চক্ষু ফুটিল। হা বিধাতঃ! পোড়া বিবাহ ভিন্ন কি আমাদের জীবনের আর কোন কাজ নাই? পুরুষের দাসীবৃত্তি ও সূতিকাগার রূপ নরকবাস এই দুইটীই কি আমাদের ললাটলিপি? সেই জন্যই আমাদের বিবাহ কষ্টকর বলিয়া আমাদের প্রাণনাশে মায়ের মনেও কষ্ট হয় না। না, না—দময়ন্তী দিদি দৈববলে আমাদের ললাটলিপি মুছিয়া দিয়া আত্মার সদ্গতি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিলেন। আমাদের এমন সহজ সুখের প্রশস্ত পথ থাকিতে আমরা পিতামাতার ক্লেশ উপেক্ষা ও পরমোপকারীদিগের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়া বিবাহরূপ অধোগতির দিকে ধাবমানা হইতে-ছিলাম। দময়ন্তী দিদি আমাদিগের দুঃখজনক স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে সুখের প্রভাত দেখাইয়া দিলেন। ভাল দিদি, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আমরা আজ যে পথের পথিক হইব, বঙ্গদেশীয় কায়স্থকুমারী মাত্রেই যদি সেই পথ অবলম্বন করেন, তাহাহইলে কালক্রমে বঙ্গদেশীয় কায়স্থকুল নির্ম্মূল হইবে। যে ঘটনায় বঙ্গদেশের একটী প্রধান বংশ ধ্বংস হইবে, প্রকৃতি দেবী কি তাদৃশ ঘট-নাকে এদেশে চিরকাল স্থান দিবেন?"

দময়ন্তী সুভদ্রাকে গাঢ আলিঙ্গন ও তাহার মুখচুম্বন করিয়া আপনার আসনের নিকট বসাইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সুভদ্রে, এ সংসারে অর্জ্জুন ভিন্ন তোমার স্বামী হইতে পারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। যদি মহাভারতের কাল আবার ফিরিয়া আইসে, আবার গাণ্ডীবনির্ঘোষে সপ্তসমুদ্র সংক্ষোভে তরঙ্গের মালা ধারণ করে,—তবেই তোমার বিবাহ হইবে,—তবেই কায়স্থ বংশ রক্ষা হইবে,—নচেৎ আর উপায় নাই।" দময়ন্তী এই কথা বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া একটু নীরব হইলেন। সুভদ্রা কহিলেন,—"দিদি, আমি ছেলে মানুষ, বুঝিতে না পারিয়া যদি একটা অসঙ্গত প্রশ্নই করিয়া থাকি, তাহা কি এমনি করিয়া হাসিয়া উড়াইতে হয়? দময়ন্তী কহিলেন,—"কেন বোন, তোমার কথা কি হাসিয়া উড়াইবার? তুমি বুঝিয়া দেখিলে, তোমার কথার উত্তর দিয়াছি। ভাল! আবার বলি, শোন। যদি বঙ্গদেশ হইতে কায়স্থকুল নির্ম্মূল করা বঙ্গলক্ষ্মীর অভিপ্রেত হয়, তবে যথাসময়ে তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এ বিষয়ে আমার ভূত ভবিষ্যৎ সমদর্শিনী প্রেতলোকবাসিনী পিতামহীর ইঙ্গিত এইরূপ। কায়স্থগণ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অনেক পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাঁহাদের ধনক্ষয় ও কুলক্ষয় অপরিহার্য্য। আমাদের ব্রহ্মচর্য্য হইতে সেই প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ হইবে। কন্যাপক্ষীয়গণের নিকট হইতে উৎপীড়ন পূর্ব্বক যত ধন রত্ন গৃহীত হইয়াছে, সমস্ত ঐ প্রায়শ্চিত্তের অনলে ভস্মসাৎ হইবে। অনেক পাপাচারী গর্ব্বিত কায়স্থের ভদ্রাসন শৃগাল ও পেচকের আবাস হইবে। যখন কায়স্থকুল নির্ম্মূল হয়,—হয়,—আর থাকে না এমন হইবে, তখন সেই সংক্ষীয়মান কায়স্থপুরুষগণ দৈববাণী প্রাপ্ত হইবেন। সেই দৈববাণীর বশে তখন তাঁহারা কায়স্থকুমারীরূপা উগ্রতপঃশালিনী দেবীগণের শরণ লইবেন। বহুকাল আরাধনার পর তাঁহাদের দয়া হইবে। তখন কোন কোন কায়স্থ কুমারী পতনোন্মুখ কায়স্থ বংশ রক্ষার জন্য কিছু কালের নিমিত্ত তপঃ সংবরণ করিবেন। তখন যেমন ধৃতরাষ্ট্রের জন্য ভীষ্মদেব অতুল্য ও অকল্য ধনরাজী দিয়া সৌবল ভগ্নী গান্ধারীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধন রত্ন দ্বারা তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বহু যত্নে গৃহে লইয়া যাইতে হইবে। এ সকলই বিধাতার চক্র! ভগ্নি সুভদ্রে, বল দেখি। আমি যে গাণ্ডীব নির্ঘোষে সমুদ্র সংক্ষোভের কথা বলিয়াছিলাম, এখন তাহা মিলিল কি না?"

দময়ন্তীর এই কথা শুনিয়া সভাগতা কুমারীকুল আনন্দধ্বনি করিয়া কহিলেন—"সে সমুদ্র সংক্ষোভ অনেক দূরের কথা।—ততদিন আমরা

সম্প্রদায় কায়স্থকুমারী কৌমার্য্যের পরম সুখে জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিব। আমাদিগকে আর বর্ত্তমান কায়স্থকুলপাংশুলগণের ঘরে গিয়া তাহাদিগের পাপ অন্নে দেহ অপবিত্র করিতে হইবে না। অতএব একবার মনের সাধে সকলে 'হরি হরি' বল, আর দময়ন্তী দিদি আমাদিগকে নূতন জন্ম প্রদান করিয়া নূতন পৃথিবীতে আনিলেন, তজ্জন্য তাঁহার মঙ্গলার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর।'

অনন্তর দময়ন্তী প্রত্যেককে প্রিয় সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া সে দিনের মত বিদায় করিলেন।

স্ত্রীজাতি।

ভগ্নি!

সামাজিক উন্নতি সাধনে, তোমাদিগকে যত্নবতী হইতে অনুরোধ করিয়াছি, পুরুষমণ্ডলী তজ্জন্য লজ্জিত হইবে কি?—লজ্জিত হইবার কথা বটে!—কিন্তু তোমরা অপ্রতিভ হইও না। যে সমুদায় পুরুষ পৈতৃক ধন সম্পত্তি লাভে অনায়াসলব্ধ সুখে কাল যাপন করিতেছেন, যাঁহারা সুখে ধন লালসা চরিতার্থ হেতু অহর্নিশি ব্যতিব্যস্ত বলিয়া সমাজ চিন্তায় এক দণ্ডও ক্ষেপণ করিতে চাহেন না, যাঁহারা অন্যান্য তুচ্ছ কার্য্যে ব্রিব্রত থাকিয়া অষ্টপ্রহরের মধ্যে, সমাজের আবশ্যক পরিবর্ত্তন চিন্তা করিতে অবসর পান না, অথবা যাঁহারা বিবেচনা করেন দেশাচার, প্রাচীন পদ্ধতি, সামাজিক নিয়ম এককালে অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া ফল কি? তাঁহারা শুনিয়া শুনিবেন না, শুনিতে পাইলে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, নয়ত কুতর্ক উত্থাপন করিয়া প্রচলিত পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইবেন।

মরুভূমিতে কি শস্য উৎপন্ন হয়? তাহা হইলে উর্ব্বর ক্ষেত্রের জন্য কে লালায়িত হইত? মনুষ্য মাত্রেরই মানস-ক্ষেত্র যদি চিন্তা, আলোচনা, এবং মীমাংসা করিতে সক্ষম হইত, তাহাহইলে বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ব্যক্তি এত শ্রদ্ধার পাত্র হইত না। সকলেই বিদ্বান্ হয় না, সকলেই বিচক্ষণ হয় না, সকলেই সারগ্রাহী নহে। কাচ ফেলিয়া মাটিতে কে মুখ দেখিয়া থাকে, মাটি ছাড়িয়া পাষাণে কে বীজ বপন করিতে চাহে, শূন্য পটে চিত্র করিতে কোন্ চিত্রকর প্রয়াস পাইয়াছে, আর, অবাধ্য জনে সৎ পরামর্শ দিয়া কে কবে সন্তোষ লাভ করিয়াছে?

সমাজসৃষ্টির রমণী একটী শ্রেষ্ঠ উপাদান। রমণীর সহিত যে পুরুষের সংশ্রব নাই, সে উদাসীন; স্ত্রীর পরলোকান্তে পুরুষ

"গৃহশূন্য" বলিয়া এখনও পরিচিত হইতেছে—রমণী বিধবা হইলে তাহাকে 'গৃহশূন্যা' কে বলিয়া থাকে? সংসার রমণীরই—পুরুষ তাহাতে সংসারী মাত্র। এ দেশে পুরুষ-হৃদয় আজ কাল যতদূর প্রকৃতিভ্রষ্ট, রমণী-হৃদয় তাদৃশ কলুষিত হইলে সমাজ এত দিনে অস্তিত্ববিহীন হইত। রমণী-হৃদয়ে এখনও জীবন আছে। যখন এক একটী রমণী হৃদয়ে এক একটী সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়—তখন সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন গুণের অথবা তাহাদের অনেক গুলির সমষ্টি একটী রমণী-হৃদয়ে লক্ষিত হইবে আশ্চর্য্য নহে। এমন বহুল-গুণসম্পন্না রমণীর দৃষ্টান্ত বিরল হউক—অসম্ভব নহে। আমরা রমণীর দোষের উল্লেখ না করিয়া কেবল সদ্গুণের আন্দোলন করিয়াছি, স্ত্রীজাতিকে অযথা প্রশংসা করিবার জন্য নহে,—তাহাদিগকে গর্ব্বিতা অথবা স্বেচ্ছাচারিণী করিয়া দিব বলিয়া নহে; যে অদৃশ্য বন্ধনে মনুষ্যসংসার চলিয়া আসিতেছে, যে বন্ধনের শিথিলতা প্রযুক্ত আমাদের এ দেশের বড় অধোগতি হইয়াছে—সেই বন্ধনকে কঠিন করিবার জন্যই রমণীসম্ভব সদ্গুণের জাজ্বল্যমান চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। চিত্র খানি যদি প্রকৃত হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে কি তোমাদের হৃদয়ে লজ্জার উদয় হয় না? শক্তিরূপা, কার্য্যকুশলা, বুদ্ধিমতী, বীরপ্রসবিনী, সরলা, সুন্দরী হইয়া সমাজের উপস্থিত হীন অবস্থা দর্শনে হৃদয়ে কি লজ্জার উদয় হয় না—ইচ্ছা হয় না যে প্রাণপণে সমাজের উন্নতি সাধন কর?

স্ত্রীশিক্ষা—দেশাচার যাহার প্রতিকূল, বাল্যবিবাহ—সমাজের যাহা অনুমোদনীয়, বিবাহ ব্যয়—যাহার এক পক্ষে পৈশাচিক নীচ স্বার্থ—অপর পক্ষে ঘোর দারিদ্র্য স্বীকার,—ইত্যাদি বিষয় সমুদায় কি তোমাদের আলোচনার সামগ্রী নহে,—এই এই বিষয়সম্বন্ধে প্রাচীন অথবা আধুনিক অমঙ্গলজনক পদ্ধতি পরিবর্ত্তনে কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না?

যদ্যপি সামর্থ্য মনুষ্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, যদি জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সেই সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, যদি বিদ্যালাভ জ্ঞানলাভের ও বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়—তবে জ্ঞান, বুদ্ধি, এবং সামর্থ্য লাভের জন্য বিদ্যা প্রধান উপায় বলিতে হইবে। এই বিদ্যা কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়—সমান আদরের সামগ্রী। বুদ্ধিমান পুরুষ যদি অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিচলিতচিত্ত না হয়েন, বিপদকে আশঙ্কা না করিয়া বুক পাতিয়া লইতে পারেন, আর দীন জন দুরবস্থা হইতেও আপনার উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন—তবে রমণীর বুদ্ধি থাকিলে তিনি যে তৎ তৎ অবস্থায় পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিবেন—ইহা

আশ্চর্য্য নহে। যত দিন রমণী বুদ্ধি লাভে বঞ্চিত থাকিবেন, তত দিন তিনি আত্মরক্ষায় অসমর্থ, সুতরাং সমাজের পক্ষে গলগ্রহ স্বরূপ। তাঁহাকে লইয়া পুরুষ সর্ব্বদা বিব্রত, চিন্তিত ও দুর্দ্দশাপন্ন। রমনীর জন্য সকল দুঃখ সহিবে, তথাপি তাহাকে যোগ্যা করিবে না—ইহা শুদ্ধ ভালবাসা-প্রসূত প্রবৃত্তির কার্য্য নহে—ইহার মূলে স্বার্থ লুক্কায়িত রহিয়াছে। রমণীকে যোগ্যা করিয়া দিলে সে তাঁহার অধীনে রহিবে না, এই আশঙ্কা স্বার্থপর পুরুষের হৃদয়ে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই প্রকার পুরুষের প্রকৃতি অধঃপতিত, এই প্রকার পুরুষের সংখ্যাই অধিক—সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হইতে বিলম্ব হইতেছে। মানিলাম—প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরে ও গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে সমস্ত এক-বয়সী বালিকার সংখ্যার সহিত ছাত্রী সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, শতকরা এক জনও ছাত্রী নহে। এখনও কত নগর, কত গ্রাম, কত পল্লী স্ত্রীশিক্ষার এরূপ বিরোধী যে তৎ উল্লেখ মাত্রই তোমাকে তাহাদের উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। স্ত্রী-শিক্ষা বৈধব্যের হেতু—এরূপ সিদ্ধান্ত কোথাও শুনিয়াছ কি? স্ত্রীশিক্ষা বিষম অনর্থের মূল বলিয়া গ্রাম-বাসী কর্ত্তৃক প্রচারকের অপমানের কথা শুনিয়াছ কি? বস্তুতঃ স্ত্রীশিক্ষা দেশে এখনও প্রকৃতরূপে প্রচলিত নহে।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হইবার আর একটী কারণ লক্ষিত হয়। উহার প্রণালী সুচারু নহে। পঞ্চম হইতে নবমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালিকা কর্ত্তৃক কত টুকু বিদ্যা আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা? কোথায় কেমেস্‌কাটকা, কাহার নাম পুরুভুজ, জানিতে পারিল; চন্দ্রগ্রহণের ছবি খানি স্বচক্ষে দেখিয়া লইল; কবিতা পুস্তকের ছত্র কয়েক কণ্ঠস্থ করিল; দুই আর চারি মিলিয়া কত হয় বলিতে পারিল; মোজা, টুপি, কমফর্টার বুনিতে শিখিল; আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাকচিক্যে রূপের টুকরা সাজিয়া শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, ইনস-পেক্‌টার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নয়ন বিনোদন করিল,—কিন্তু ভগ্নি! এ শিক্ষার ফল কি? সত্যই ইহাতে উপকার যতটুকু, অপকার তদপেক্ষা কম নয়। বাল্যকালে যে সমুদয় গৃহকার্য্য শিক্ষা করিতে হয়, একদিকে তাহাতে অবহেলা—অন্যদিকে যে উন্নতি আশায় সে অবহেলা মার্জ্জনীয় বলিয়া অনেকে মনে করেন তাহারও অপূর্ণতা। এ প্রকার অল্পশিক্ষিতা বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইবে, আমরা আশা করি না, বরং বিশৃঙ্খলতায় আত্মীয়-গণের অসন্তোষ হেতু আপনার দুরবস্থা আনয়ন করিবে ইহাই আমাদের আশঙ্কা।

বালিকার নবম বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স প্রকারান্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নবম বৎসরে তাহার বিবাহ হইবার কথা। বিবাহ হইলে তাহাকে অসূর্য্যম্পশ্যা থাকিতে হইবে। শ্বশ্রূকুলের কেহ দেখিতে পাইলে তাহাকে লজ্জাহীনা বলিবে। মনে করিও না ভগ্নি। যাহার বিদ্যানুরাগ জন্মে নাই, বিবাহের পর আর তাহার লেখা পড়ার প্রতি তাদৃশ যত্ন থাকা সম্ভব। যদিও কাহারও যত্ন থাকে, শিক্ষক অভাবে তাহার বিদ্যাভ্যাস বন্ধ হইয়া যায়। পিতা মাতা কর্ত্তৃক—ভ্রাতা কর্ত্তৃক—অথবা অন্য অভিভাবক কর্ত্তৃক সে সুশিক্ষিত হইবে—ইহা কেবল কথার কথা—কার্য্যত ঘটে না। স্বামী—বালা স্ত্রীকে শিক্ষা প্রদানে অনেক যত্ন পাইতে পারে সত্য—কিন্তু দাম্পত্য সুবাদ সত্বে সুকুমার-মতি বালিকা অসঙ্কোচে তাহার ছাত্রী হইতে চাহে না। আবার অমনোযোগী বালা স্ত্রীকে কোন্ স্বামী শিক্ষকের ন্যায় তিরস্কার করিতে সক্ষম হয়?—তিরস্কার করিলে সে পড়িবে না—চটি ব, সে নিকটে আসিবে না—পরিণামে সুশিক্ষা দূরে থাকুক—হয়ত পরস্পরে সদ্ভাবের অভাব উপস্থিত হইবে। বলিবে তাহার বুদ্ধি হইলে সে স্বামীর নিকট পাঠ লইতে অবহেলা করিবে না। যখন তাহার ততটুকু বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা—তখন তাহার অন্য ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইবে—নূতন জীবনারম্ভে নূতন আমোদে নূতন আহ্লাদে সে সতত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে চাহিবে—স্বামীও তখন শিথিল-যত্ন হইয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য সাধনে ক্রমে ক্রমে পরাঙ্মুখ হইয়া আসিবে। তদ্ব্যতিরেকে, কয়জন স্বামীর, বয়ঃপ্রাপ্তা ভার্য্যাকে, বিদ্যা শিখাইবার অবসর থাকে? এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা উদ্দেশ্য নহে বলিয়া তদ্বুল্লেখে ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে দেখা গেল স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে বাল্যবিবাহ প্রধান প্রতিবন্ধক। বিদ্যালাভে প্রতিবন্ধক বলিয়াই নহে—বস্তুত বাল্যবিবাহ ঘোর অনিষ্টকর পদ্ধতি।

(ক্রমশঃ)

কৃষক-বালা।

(২২২ সংখ্যা ৮৫ পৃষ্ঠার পর)

পিতা ও তনয়া।

অচলে যেমন হিম গিরিবর,
অহিকুলচূড়া বাসুকী যেমন;
কৃষক নগরে আছিল তেমনি,
দেবীদাস নাম কৃষক সুজন।

সরল, সদয়, সুধীর, সুরূপ,
দেবীদাস সম ছিল না তথায় ;
ছিল না তথায় কৃষক তেমতি,
কৃষি-বিষয়িণী ভাবি গণনায়। ১

গাড়ি, ঘোড়া, হাতী ছিলনা দেবীর,
ছিল না তাহার হীরা মতি-হার ;
তবুও সে ধনী, আছিল যেহেতু
জীবিকা সাধন সকলি তাহার।
কৃষক জীবনে যে কিছু বিভব,
মহিষ, গবয়, যোয়াল, লাঙল ;
মই, কাঁচি, ছুরী, কুঠার কোদালী,
ক্ষেত, খোলা, ভূঁই আছিল সকল।২

দেউল, দালান, দেউড়ী, দেয়াল,
আসবাব ছটা ছিল না দেবীর ;
আছিল তাহার বাগান, গোয়াল,
শয়ন আগার, রসুই কুটীর।
সারি সারি গোলা ; পূরিত তাহাতে,
যব, ছোলা, গম, মসুর, মটর ;
থানে থানে সার, পোয়াল, বিচালি,
চাষার কি ধন চাহি এর পর ? ৩

পুথি, পাঠশালা, গুরু মহাশয়,
জনমেও চখে হয়নি পতিত ;
রসনার আগে তথাপি তাহার,
তেরিজ, বিয়োগ, মানস গণিত।
অবসর কালে, সাঁজের বেলায়,
বসিলে ঘেরিয়া কৃষক সকলে,
সুখে রামায়ণ, ভারতের কথা,
আওড়াইত দেবী কাহিনীর ছলে। ৪

কি আর গাহিব দেবীর সু যশ,
কি আর করিব গুণের বাখান ;
ছিল না সে মনে ছলনা, চাতুরী,
গুমান, গরিমা, কণা পরিমাণ।
অবনীর মায় যত সাধুগুণ,
দয়া, মায়া, আর শীলতা, বিনয় ;
এ সবায় যেন করিয়া একুন,
গঠিলা দেবীরে বিধি দয়াময়। ৫

গেহে চারুশীলা তনয়া তাহার,
সুর-বালা কোনো মরতে যেমন ;
অথবা নিহিত সাগর-গরভে,
অলক্ষিতে এক মুকুতা রতন।
নয়নের তারা, যতনের নিধি ;
কুটীরের আলো একই পিতার ;
দেশের গরব একই সে বালা,
একই নায়িকা 'কৃষক-বালার'। ৬

যাটি শিশিরের তুষার পতনে,
দেবীর সুকেশ তুষার-ধবল ;
একাদশ মধু মলয়-মারুতে,
কুমারীর মুখ বিকচ কমল।
সুবিশাল বপু, বাহু সুবলিত,
ললাট, উরস আয়ত পিতার ;
হরিণ নয়নে সরলতা মাখা,
মেঘ-চাপ জিনি ভুরু তনয়ার। ৭

কনক পুতলী—অথচ কোমল,
বিজুলী—অথচ চপলতা-হীন ;
কি দিব তুলনা ? সে চারু মূরতি,
আধ বিহসিত শারদ নলিনী।৮
তারকা-খচিত নীলিম গগনে,
শশি-কলা যথা কম দরশন ;
কৃষি-কুল-বালা-কুসুম-কাননে,
চারুশীলা-ফুল সুচারু তেমন। ৮

জনমিলা চারু ভূলোকে যে দিন,
অশিব লক্ষণ ঘটিল বহুল;
একে অমানিশি, উদিল তাহাতে,
ধূমকেতু এক বৃহৎ লাঙ্গুল।
কহিল সকলে—দেবীর এ মেয়ে,
হবে না সুখিনী জনমে কখন;
বছরটী গত না হতে জননী,
জনমের মত মুদিলা নয়ন। ৯

দুধের শিশুটী রাখিয়া বালারে,
করিলেন মাতা, যাই পরিহার;
একহ সে ভেলা সংসার পাথারে
দেবের অধিক জনক তাহার।
ভালবাসা রূপ তপোবন ধামে,
আছিল চারুর তিনটী সাধন;
একটী সে গাভী ধবলিকা নামে,
অপর সে পিতা, আরো এক জন। ১০

পিপীলিকা।

(২২২ সংখ্যা ৮৮ পৃষ্ঠার পর)

স্নান করিবার বেলা হইয়াছিল বলিয়া পূর্ব্ববারে বালিকাদিগের নিকট বিদায় লইয়াছিলাম, অদ্য পুনরায় আমি আমার ক্ষুদ্র বন্ধুদিগের ইতিহাস আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্ব বারে ইহাদের শারীরিক আকার ও গঠনের বিষয় এক প্রকার মোঠামোটী শেষ করা গিয়াছে। আমি প্রথমেই বলিয়াছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের মধ্যে পিপীলিকার যেরূপ সমাজ-সংগঠন রীতি ও সুন্দর আচার ব্যবহার, এমন আর কাহারও নহে। অদ্য তাহার বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিব। পাঠিকাগণ যদি একটু মনোযোগ দিয়া অদ্যকার ইতিহাস টুকু পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, যে জগৎপাতা পরমেশ্বর শুদ্ধ যে আমাদিগের জন্য ব্যস্ত, কেবল আমাদিগকে বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। সামান্য পিপীলিকাদিগকেও তিনি তাঁহার অসীম জ্ঞানময় দৃষ্টির ভিতর রাখিয়া সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আমাদিগকে যেরূপে তিনি সামাজিক ও পারিবারিক ভা'বহনে সক্ষম করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম প্রাণীদিগকেও ঠিক সেইরূপ ভার দিয়া, তাঁহার গূঢ় ও প্রিয় অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য, এই ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা কোন্‌টী কোন্ ভাবে কোথায় প্রকাশ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার আমাদের সাধ্য কি?

পিপীলিকাদিগের এক একটী সমাজ আমাদিগের চক্ষে এক একটী পিপীলিকাস্তূপ বলিয়া বোধ হয়। যেখানে ইহাদের একটী সমাজ, সেই খানেই একটী পিপীলিকার রাশি। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যে ইহাদের মধ্যে আবার শৃঙ্খলতা কোথায়? কিন্তু একটু

মনোযোগ সহকারে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে উহাদের গোলমালের মধ্যে এমন সুচারু বন্দোবস্ত, এমন উত্তম আচার পদ্ধতি, যে অনেক সভ্য মনুষ্যসমাজ ইহাদের অনুকরণ করিলে অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারে।

ইহাদের সমাজের মধ্যে পুং ও স্ত্রী জাতীয়েরা কোন কার্য্যের জন্য কখনও পরিশ্রম করে না। অধিক কি ইহারা আমাদিগের দেশের বড় বড় ভুঁড়িওয়ালা বাবুদিগের ন্যায় নিজের শরীরের প্রতি নিজে যত্নবান্ হইতেও অক্ষম। ইহাদের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এক দল নপুংসক পিপীলিকা সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে। পুং ও স্ত্রী পিপীলিকারা কখন কখন একস্থানে চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সময় ইহারা ইচ্ছামত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসে। তখন ভৃত্য পিপীলিকারা খাদ্যমুখে করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।পুংস্ত্রী পিপীলিকারা অতিশয় অসাবধান—যাইতে যাইতে প্রায়ই পথ ভুলিয়া অন্য দিকে গমন করে ও আপনাদিগকে নানারূপ বিপদে ফেলে। অনেক সময় এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে সহকারীগণের দৃষ্টির বাহিরে পড়ে ও আর ফিরিয়া দলে আসিতে পারে না। সহচর ভৃত্যেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া বলপূর্ব্বক টানিয়া গৃহে লইয়া আইসে। পুরুষ জাতীয় পিপীলিকা পথহারা হইলে, তাহাদিগকে খুঁজিবার জন্য অনুচরগণ তত ব্যস্ত হয় না। কিন্তু স্ত্রীজাতীয় একটি পিপীলিকা অন্যত্র গমন করিলে সাধ্যমত খুঁজিয়া গৃহে লইয়া আইসে। স্ত্রীজাতির প্রতি এরূপ যত্নবান হইবার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা অনেক কম, দ্বিতীয়তঃ পুরুষের সংখ্যা যতই কম হউক না কেন স্ত্রীর সংখ্যা যত বেশী হইবে, ততই ইহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে, অনেক সময় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী পিপীলিকার সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া পড়ে। গর্ভবতী পিপীলিকা ভ্রমণাবস্থায় পথের উপরে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই সমুদায় ডিম গুলি এত ক্ষুদ্র, যে অনুবীক্ষণ ব্যতিরেকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ডিম পাড়ার পর ইহাদের ডিমের সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকে না। পরমেশ্বর কেন যে ইহাদিগকে অপত্যস্নেহসুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। যখন স্ত্রী পিপীলিকারা এইরূপে পথে ডিম প্রসব করিয়া চলিয়া যায়, তখন সঙ্গী নপুংসক পিপীলিকারা ঐ সমুদয় ডিম গুলি যত্নের সহিত কুড়াইয়া বাসায় লইয়া যায়। ডিম ফুটাইবার জন্য উত্তাপ আবশ্যক। সুতরাং প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর ডিম গুলিকে মুখে করিয়া বাহিরে লইয়া আইসে এবং এমন স্থলে রাখিয়া দেয়, যেন অল্প অল্প

সূর্য্যের উত্তাপ উহাদিগের গায়ে লাগে। সন্ধ্যা হইলে ডিম গুলি মুখে করিয়া পুনরায় বাসার ভিতর লইয়া যায় এবং এমন স্থানে রাখিয়া দেয় যেন কোন প্রকারে সেখানে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। একদল নপুংসক পিপীলিকা ধাত্রীর ন্যায় সর্ব্বদা ঐ সমুদায় ডিমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে। ১০।১২ দিন ঐ রূপ উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট ছানা হয়। তখনও উহাদের উত্তাপের প্রয়োজন। ধাত্রী পিপীলিকারা সাবধানে ইহাদিগকে মুখে করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় এবং উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে খাওয়ায়। এই রূপে এক মাসের মধ্যে আর এক দল নূতন পিপীলিকার সৃষ্টি হয়। এই নূতন পিপীলিকারা বড় হইলে, পুরাতন পুরুষ পিপীলিকার আর কোন যত্ন লওয়া হয় না। ঐ সমুদয় পুং পিপীলিকারা অনাহারে মরিয়া যায়। কিছু কাল স্ত্রী-পিপীলিকাদিগের প্রতিও অযত্ন প্রকাশ করা হয়। কিন্তু যখন তাহারা পুরাতন পালক ছাড়িয়া নূতন পালক ধারণ করে, তখন তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত খাদ্য ও সেবা পাইয়া থাকে।

নপুংসকদিগের মধ্যে তিন শ্রেণীর পিপীলিকা অধিক—সামরিক পিপীলিকা, গৃহ নির্ম্মাণকারী পিপীলিকা ও ভৃত্য পিপীলিকা। সামরিক পিপীলিকাদিগের মধ্যে এক দল পুংস্ত্রী পিপীলিকাদিগের শরীর রক্ষার্থ, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পুংস্ত্রীদিগের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, ইহারা সাধ্যমত তাহাদিগকে রক্ষা করে এবং অপারগ হইলে বাসস্থান হইতে দলে দলে সামরিক পিপীলিকার রেজিমেণ্ট ডাকিয়া লইয়া আইসে। যুদ্ধাদি কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত না হইলে ইহারা আপনাদিগের আহার আপনারা সংগ্রহ করে। কিন্তু যুদ্ধের সময় ভৃত্য পিপীলিকারা ইহাদের খাদ্যের সরবরাহ করিয়া থাকে। সামরিক পিপীলিকাদিগের মধ্যে আর এক দল চরের কার্য্য করে। এই চরদিগের প্রধানতঃ তিনটি কাজ। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া আবাস স্থলের চতুর্দ্দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। কোন স্থানে কোনরূপ খাদ্যের সুবিধা দেখিলে, তৎক্ষণাৎ বাসায় আসিয়া খবর দেয়। পুং ও স্ত্রী-পিপীলিকারা যখন পথহারা হইয়া অন্যত্র গমন করে, তখন ইহারা তাহাদিগকে দেখিতে পাইলে সঙ্গে করিয়া বাসায় লইয়া আইসে। ইহাদিগের তৃতীয় কার্য্য যুদ্ধের সংবাদাদি বহন করা। সকল প্রকার পিপীলিকা অপেক্ষা ইহারা অতিশয় চতুর ও দ্রুতগামী।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্ত্রীশিক্ষার্থী গ্রহণ।

চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষা পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে আবশ্যক, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। স্ত্রীলোকদিগের এপ্রকার পীড়া সকল আছে যাহা স্ত্রীলোক ভিন্ন বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও তাহার চিকিৎসা স্ত্রীলোকের দ্বারা যেরূপ হইতে পারে, পুরুষদ্বারা সেরূপ হওয়া কখনও সম্ভাবিত নহে। এই আবশ্যকতা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক অনুভূত হয়। যেখান কার স্ত্রীলোকেরা পরপুরুষদিগের সম্মুখে বাহির হওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে, সেখানকার নারীগণের চিকিৎসা পুরুষ ডাক্তারদিগের দ্বারা কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে? ডাক্তারদিগের মধ্যে আবার অনেকে এরূপ ধাতুর লোক আছেন যে ভদ্রকুলবালাগণের নিকট তাঁহাদিগকে উপস্থিত করা বিশেষ বিবেচ্য। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মিতাচারী ও সচ্চরিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, কত রমণী তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেও সঙ্কুচিত হন। এরূপ স্থলে অনেক ভারতাঙ্গনা ডাক্তারের চিকিৎসার অধীন হওয়া অপেক্ষা যে মৃত্যুর অধীন হওয়া শ্রেয় জ্ঞান করেন, ইহা কল্পনার কথা নহে। সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক এইরূপে রোগ যন্ত্রণা ভোগ এবং অকালে কাল শয্যায় শয়ন করিতেছেন। এই জন্য কিছুদিন হইল পুনার সদাশয়া মহারাণী একটী বিবীদ্বারা সহৃদয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখের কাহিনী জানান এবং স্ত্রী-ডাক্তারের জন্য প্রার্থনা করেন। মহারাণী বিক্টোরিয়ার অভিপ্রায় মতে এই উদ্দেশে বোম্বাইয়ে অনেক অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে।

স্ত্রী-চিকিৎসকের আবশ্যকতা যেরূপ, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় স্ত্রীলোকদিগের যোগ্যতারও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত আছে, এ জন্য বৎসর বৎসর তথায় স্ত্রীডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাঁহারা কেবল স্বদেশে নয়, বিদেশে গিয়াও পুরুষ ডাক্তারদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইতেছেন। এ দেশে ইতিমধ্যে কয়েকটী বিবী ডাক্তারের শুভাগমন হইয়াছে। বিদ্যার সহিত ধর্ম্মভাব ও কোমল স্বভাব গুণে তাঁহারা অন্তঃপুর চিকিৎসা পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এদেশের স্ত্রীলোক-

দিগের ডাক্তারী শিক্ষা বিষয়ে প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা আছে কি না? উন্নত বঙ্গদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অগ্রেই ইহার সদুত্তর দিয়াছে। মান্দ্রাজ মেডিকাল-কলেজে কয়েক বৎসর হইতে স্ত্রীশিক্ষার্থিগণ প্রবিষ্ট হইতেছেন এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই উভয় প্রদেশের স্ত্রীলোকগণ তথায় শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতার বিবরণ উক্ত কলেজের রিপোর্ট হইতে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। মারহাট্টা রমণী আনন্দ যোশী বাই চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। গত বৎসরে বঙ্গদেশ হইতেও দুইটি বালিকা মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং কলিকাতা মেডিকাল কলেজে প্রবেশ লাভের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আরও কয়েকজন আবেদন করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে এদেশের রমণীগণ মেডিকাল শিক্ষা-লাভের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অভিভাবকগণও তাঁহাদিগের আশা পরিপূরণে ব্যগ্র আছেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফটসাহেব মহোদয়ও এবিষয়ে সহায়তা করিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ প্রদেশে যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া আছেন, তাঁহারা বরাবর ঘোর বিরোধী, এজন্য কলিকাতা মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল এবং আমাদিগের রমণীগণ বহুক্লেশ ও ব্যয় ভার বহন করিয়া বিদেশে যাইতে বাধ্য হইতেছিলেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর রিবর্স টমসন যদি স্বয়ং বিশেষ উদ্‌যোগী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইতেন, এদেশের এই দুরবস্থা ও কলঙ্ক যে কতদিন স্থায়ী হইত কে বলিতে পারে?

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট সাহেবের বর্ত্তমান প্রতিনিধি বেলেট সাহেব মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোক-দিগের প্রবেশ সম্বন্ধে মেডিকাল কৌন্সিলের মত জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ডাক্তার কোট্‌স ভিন্ন আর কেহ ইহার সপক্ষে সম্পূর্ণ মত দেন নাই। অপর সকলে সেকেলে কুসংস্কারাপন্ন লোকের মত নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করেন। 'এখনও সময় হয় নাই,' 'পুরুষদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোকে কিরূপে শিখিবে,' 'চিকিৎসা ব্যবসায় স্ত্রীলোকের উপযোগী নহে' এইরূপ বাগাড়ম্বরই তাঁহাদিগের প্রধান যুক্তি। ছোট লাট সাহেব ইহাঁদিগের কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয়তার জন্য আক্ষেপ করিয়া বিলক্ষণ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি যেরূপ উদার ভাবে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া রাখিবার যোগ্য। আমরা তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ করিতেছি :—

"লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মতে, যে বাঙ্গালা

প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষার এত সুবিস্তার হইয়াছে, তাহা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের এতদূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, ইহা অতিশয় অপমানের বিষয়, এই অপমান অধিক ক্লেশকর, কেন না এই অনুন্নতির কারণ দেশীয় পিতা মাতা ও অভিভাবকদিগের কুসংস্কার নহে (বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা স্বাভাবিক মনে করা যাইত); কিন্তু মেডিকাল কলেজ-কৌন্‌সিল যে কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করা উপযুক্ত মনে করিয়াছেন, তাহাই ইহার কারণ। কৌন্সিল উদার ও কুসংস্কারবর্জ্জিত মত আশ্রয় করিতে না পারাতে এ প্রদেশ ইতিপূর্ব্বে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে. কারণ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন যে যেসকল রমণী বিদ্যা ও সদ্‌গুণে মেডিকাল কলেজে প্রবেশের উপযুক্ত, তাঁহারা কৌন্‌সিলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ উদারতর মান্দ্রাজ প্রেসিডেনসীর চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। রিবার্স টমসনের মতে বর্ত্তমান অবস্থা থাকিতে দেওয়া সাধারণ মঙ্গলের ও ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তিগত কল্যাণের বিরোধী এবং বঙ্গদেশের শিক্ষা প্রণালী অন্যান্য বিষয়ে উন্নতিশীল হইয়া এবিষয়ে অনুদার ও অবনতিশীল হইবে ইহাও শোচনীয়। এ বিষয়ে অনুদারতা দ্বারা গুরুতর ও অসংখ্য কুফল উৎপাদন করে। ইহা অন্তঃপুরের কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেয়, জাতি-ভেদের গণ্ডীকে দৃঢ়ীভূত করে এবং যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে সুবিস্তৃত ও যাহা বহু কল্যাণের আকর, তাহা হইতে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত আশাকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।”

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এই সকল বিবেচনায় মেডিকাল কলেজে প্রবেশ বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদিগের সহিত তুল্যাধিকার দান করিয়াছেন এবং ছাত্রীগণের জন্য পৃথক আসন, পরদা বা বিশ্রামঘর প্রভৃতির যে কিছু বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহা সম্পাদনার্থ কলেজের অধ্যক্ষের উপর ভার দিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের এই সদাশয়তার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহার সদ্বিবেচনার ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত হইয়াছি, তাহা এই যে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে আর স্ত্রীলোকেরা মেডিকাল কলেজে স্থান পাইবেন না। এরূপ স্থলে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে পুনরায় বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া উদারতর মান্দ্রাজপ্রদেশে যাত্রা করিতে হইবে। সেরূপ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যাওয়া কয় জনের সাধ্য? স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহ দান করা যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে মান্দ্রাজের ন্যায় ব্যবস্থা এখানেও প্রবর্ত্তিত করা উচিত ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা রমণী যে মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে, আমাদিগের কুমারী অবলা দাস মান্দ্রাজ কলেজে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। আর একটী দিক্ দেখা আবশ্যক, মেডিকেল কলেজে যখন স্ত্রী ছাত্র গ্রহণ করা হইল, তখন

তাহার সংখ্যা একটু যাহাতে বেশী হয়, তাহা করা বাঞ্ছনীয়। প্রবেশিকা পরী- ক্ষোত্তীর্ণাদিগকে গ্রহণ করিলে সেবিষয়ে সহায়তা হইত। স্ত্রী ও পুরুষ ছাত্রের মধ্যে যতদূর সাম্যরক্ষা করা যায়, তাহা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সকল বিষয়েই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করিলে নিন্দনীয় হইতে হয় না।

নবেলের পাঠোপযোগিতা।

(প্রাপ্ত)

ইংরাজীতে এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে যাহা 'নবেল' নামে অভিহিত। বাঙ্গালায় ইহা নবন্যাস, উপকথা, উপন্যাস প্রভৃতি নানা নামে অনুবাদিত হইয়াছে; কিন্তু কোনটীই নবেল শব্দের প্রকৃত ভাব প্রকাশক হয় নাই। উপন্যাস বা উপকথা বলিলে আরব্যোপন্যাস বা বিজয়বসন্তের ন্যায় গ্রন্থ বুঝাইয়া থাকে। নবেল সে প্রকৃতির গ্রন্থই নহে। ইহা আখ্যায়িকা-পূর্ণ হইলেও কেবল আখ্যায়িকা মাত্রই নহে, নাটকের মত ইহাতে পরস্পরের কথাবার্ত্তা ইত্যাদি আছে। নাটক এবং আখ্যা- য়িকার একত্র সমাবেশের নামই নবেল। এই নবেল সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—১ম ঐতিহাসিক, ২য় সামাজিক, এবং ৩য় পারিবারিক নবেল। ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর নবেলই আবার দুইটী বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; একশ্রেণী রোমান্স নামে পরিচিত, অপর শ্রেণীকে অন্য নাম অভাবে সরল নবেল নামে অভিহিত করিলাম। আমরা সর্ব্বাগ্রে রোমান্স এবং সরল নবেলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। নবেলকে যত সাধারণ বা বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম, ইহার প্রত্যেক ভাগের ব্যাখ্যার জন্য কোন বিশেষ সংজ্ঞা না দিয়া তৎশ্রেণীর এক একখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিব।

সার ওয়াল্‌টার স্কটের "আইবেন হো" প্রভৃতি গ্রন্থ রোমান্স নামে পরি- চিত। এসময়ে একটী কথা বলিলে বোধ হয় ক্ষতি হয় না যে স্কটই ইংরাজী ভাষায় সর্ব্বাগ্রে রোমান্সের অবতারণা করেন। আমাদের দেশে বঙ্কিম বাবু এই শ্রেণীর গ্রন্থ লেখকদিগের মধ্যে সকল দিক্ দিয়া দেখিলেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন তৎপ্রণীত "দুর্গেশনন্দিনী" এবং "চন্দ্রশেখর" রোমান্সের সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইনি প্রতিভা গুণে স্কট অপেক্ষা বড় কম নহেন। রোমান্স কবিতাময়। সে কবির উদ্দাম কল্পনা যত আকাশ ভেদ করিতে পারে, সাগর উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহার

প্রণীত রোমান্স তত মনোহারী হয়। কিন্তু একটী কথা, আকাশভেদী কবিতা আখ্যায়িকার চরিত্রগুলিকে এমনি অতিবৰ্দ্ধিত করিয়া তোলে যে অবশেষে অস্বাভাবিকতায় পরিণত করে। রোমান্স পাঠে পাঠকের পর্য্যন্ত কল্পনা দূষিত হয়; অস্বাভাবিক কল্পনায় রুচি জন্মে; অমানুষিক কার্য্যে হাস্যজনক বৃথা উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়; লোক-চরিত্র শিক্ষাত হয়ই না, অধিকন্তু পারিবারিক স্নেহ ও ভালবাসা সাধারণ ও প্রাকৃতিক বলিয়া প্রীতিপ্রদ বোধ হয় না। আমরা এই সকল কারণে রোমান্সের শত্রু এবং এই কারণে অন্ততঃ পাঠিকাদিগকে এই শ্রেণীর গ্রন্থ স্পর্শ না করিতে অনুরোধ করি। অনানুষিক ধুমধাম কাণ্ড দেখিয়া আমোদ হয় বটে, কিন্তু তাহার ফল সুন্দর নয়। পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে রোমান্স পড়িয়া থাকেন বলিয়া এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

এই সময়ে একটী কথা না বলিলে বঙ্কিম বাবুর প্রতি অবিচার করা হইবে; তৎপ্রণীত 'আনন্দমঠ' নামক ঐতিহাসিক রোমান্স গ্রন্থ বড় সুরুচি-সঙ্গত হইয়াছে। এইখানি প্রত্যেক মহিলা অবাধে পড়িয়া সুখ লাভ করিতে পারেন। এই কথা বলিয়া বোধ হয় পাকত একটী কথা বলা হইল যে বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক গুলি স্থানবিশেষে সুরুচির বিরুদ্ধ। তাঁহার যেরূপ প্রতিভা, তিনি ইচ্ছা করিলে অনেক সারগর্ভ সরল গ্রন্থ বঙ্গবাসীদিগের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন। রোমান্স শ্রেণীর মধ্যে স্বর্ণকুমারী-দেবী প্রণীত দীপনির্ব্বাণ এবং মুকুল অবশ্য পাঠ্য বলিয়া বিবেচনা করি। বৌঠাকুরাণীর হাটের রুচি ভাল কিন্তু তাহাতে গল্প সাজাইবার সুকৌশল তত লক্ষিত হয় না; কাজেই পাঠকালে বিস্ময়াদি উদ্দীপ্ত না হইবারই অধিক কথা।

তাহার পর সরল নবেলঃ—আমার বিবেচনায় স্বর্ণলতা এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ। এখানিতে পারিবারিক চিত্রগুলি বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। এগ্রন্থ পাঠে মহিলারা অনেক উপকার লাভ করিতে পারেন। সুরুচির কুটীর গৃহস্থ মেয়েদিগের পাঠোপযোগী সুন্দর উপাখ্যান। নবেল যে কোন বিশেষ নীতিশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, এরূপ তো বোধ হয় না, অনেক সময় সুভাব পূর্ণ সুমিষ্ট গল্প পড়িয়াই একরূপ আনন্দ ও চিত্তের শান্তি আছে; শিবনাথ শাস্ত্রী বিরচিত মেজবৌ পাঠে এই শেষোক্ত উপকার দর্শিবে। আমরা সকল পাঠিকাকেই এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি, এখানি আখ্যায়িকা। যদি আখ্যায়িকার কথা পাড়িলাম তবে এই স্থানেই আরও দুই একখানির নাম করিয়া ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের কথা শেষ করিয়া লই। সুশীলার উপাখ্যান এবং কারাকুসুমিকা এই দুইখানি বঙ্গসুন্দরীদিগের চিত্তবিনোদন

ও শিক্ষাদান করিতে পারিবে। সুশীলার উপাখ্যান বহুদিনের প্রকাশিত গ্রন্থ, এখানি যে কোন পাঠিকার নিকট অপরিচিত তাহা বোধ হয় না। কারাকুসুমিকা বামাবোধিনী হইতে প্রকাশিত, নূতন পাঠিকাগণ ব্যতীত এখানিও কাহারো অপরিচিত নয়।

অতঃপর সামাজিক নবেল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা যাউক। বাঙ্গালা দেশের সমাজের ঘোর দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কাহার হৃদয় যে ব্যথিত হয় না তাহা জানি না। প্রতাপের বীরত্ব, জগৎসিংহের যুদ্ধকৌশল লইয়া ব্যস্ত হইলে কি হইবে? যাহার গৃহদাহ হইতেছে, সে কি নিশ্চিন্তমনে আমোদ প্রমোদ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে? বালবিধবার আর্ত্তনাদ, কুলীন মহিলার মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, বাল্যবিবাহের বিষময় ফল—রোগ জর্জ্জরিত দরিদ্র শোকক্লিষ্ট—পরিবার, যে দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করিতেছে,সে কি বলিয়া কাল্পনিক প্রণয়ের চিত্র আঁকিয়া আর রণভেরী বাজাইয়া বেড়াইবে? যিনি এই অশেষ দুর্দ্দশা-পীড়িত সমাজের কল্যাণ কামনায় এক খানি গ্রন্থ লিখেন বা একটী কথা কহিয়া থাকেন, তিনি আমার পরম পূজনীয় বন্ধু. তিনি এ হতভাগ্য পরাধীন দেশের অকৃত্রিম সুহৃৎ। জগদীশ্বর তাঁহার মস্তকে শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। এখন সামাজিক নবেল কি কি আছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এইবার একটু গোল বাধিল—যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লেখক, যাঁহাদিগের অপূর্ব্ব লিপি কৌশল দেশময় প্রসিদ্ধ আছে, এবার সামাজিক নবেলের কথা বলিতে গিয়া তাঁহাদের নাম করিতে পারিলাম না। সুলেখকদিগের কল্পনা দেশের দুর্দ্দশার কথা ভাবে না, কেবল আকাশেই বিচরণ করে একথা চিন্তা করিতে কষ্ট হয়। সামাজিক নবেল লেখক আর কেহ আছেন কিনা জানি না, আমরা এক জনের নাম জানি। ইহাঁর নাম দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। দেবী বাবুর "বিরাজমোহন" "ভিখারী" এবং "যোগ জীবন" অতি সুপাঠ্য সারগর্ভ, এবং সাধুভাবে পরিচালিত। তবে এই স্থানে একথাটাও বলিয়া রাখি, যে লিপিচাতুর্য্যের কিঞ্চিৎ ত্রুটি বশতঃ, মূল গল্প তত হৃদয়াকর্ষক হইতে পারে নাই; আর উদ্দিষ্ট সদ্ভাব গুলিও তত সহজে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। যাহা হউক তৎপ্রণীত "যোগ জীবন" গ্রন্থে "যোগ জীবনের দীক্ষা" নামে একটী পরিচ্ছেদ আছে, আমরা কত মুখে তাহার গুণ বর্ণনা করিব জানি না। প্রত্যেক পাঠিকাকে একবার উদ্দাম কল্পনা ভুলিয়া, রণক্ষেত্র ভুলিয়া, দরিদ্র সমাজের কালিমাময় চিত্র পড়িবার জন্যে এই শ্রেণীর পুস্তকগুলি পড়িতে অনুরোধ করি এবং বুদ্ধিমান, সুলেখক, এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিতে সর্ব্ব প্রযত্নে অনু-

বোধ করি। অনেকদিন হইল কুসুমেকীট বলিয়া একখানা নবেল পড়িয়াছিলাম, এখন অনুসন্ধানে মিলিল না। এখানিতে সামাজিক কুরীতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে বলিয়া মনে পড়িতেছে।

ক্রমশঃ।

নূতন সংবাদ।

১। মাদাগাস্কার দ্বীপে মেয়ে রাজা এবং তিনি অনেক বিষয়ে রাজার আদর্শ হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন। দুঃখের বিষয় ঐ দ্বীপের উপর ফরাসিসদের লোভ দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাঁহারা তথা হইতে ইংরাজদিগকে অগ্রে তাড়াইয়া বোধ হয় অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। তত্রত্য ইংরাজ প্রতিনিধি পীড়িত ছিলেন, তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বীপ ত্যাগ করিতে বলা হয়, কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। একজন ইংরাজ পাদরিকে কয়েদ করা হইয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আবার বুঝি গোলযোগ বাধে।

২। ভারত সভা একটী বড় শুভানুষ্ঠান করিতেছেন। ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর নিকট চাঁদা তুলিয়া একটী জাতীয় ফণ্ড হইবে, জাতীয় কল্যাণকর বিষয়ে তাহার টাকা ব্যয় করা হইবে। আমাদিগের জাতীয় অভাব অনেক, তাহা মোচন করিতে হইলে কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন। আমরা আশা করি পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। টাকা রক্ষার জন্য কয়েক জন উপযুক্ত ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। আমেরিকায় কাগজে কলের গাড়ী ও গাড়ীর চাকা তৈয়ারের কথাত শুনা গিয়াছে, আবার শুনা যাইতেছে কেবল কাগজে এক খানি কলের জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ৫০০ আরোহী লইয়া যাতায়াত করিতে পারে।

৪। গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় এতদিন কেবল বালকদিগের অধিকার ছিল, এক্ষণে এদেশীয় বালিকারাও সে অধিকার পাইয়াছেন। ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে বিলাতে গিয়া বিনা ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুবিধা আছে।

৫। ইংলণ্ডের সিজিটার কৃষি কলেজের শেষ পরীক্ষায় বাবু অম্বিকাচরণ সেন এম এ সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে এটী বড় গৌরবের বিষয়।

৬। অনেক দিনের পর বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে একটী জাঁকাল গোচের বিধবা-বিবাহের সংবাদ পাইয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। বর বিপিন বিহারী মিত্র, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়ার এক জমিদারের পুত্র, বয়স ২১

বৎসর এবং কন্যা ক্ষেত্রমোহিনী, আড়বেলের জমিদার রামগতি নাগের পৌত্রী এবং সার রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রের দৌহিত্রী, বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। সভাবাজারের রাজপরিবারেরা কেহ কেহ বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

৭। আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য রমণীরা মনে করিলে কত সৎকার্য্যে কত দান করিতে পারেন। কলিকাতার মৃত রাধামোহন শেটের পত্নী শ্রীমতী গৌরমণি ডিষ্টিক্ট দাতব্য সমাজের হস্তে ৬০০০ টাকা দিয়াছেন।

৮। আমেরিকার এক প্রদেশে দৈত্যাবাস স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। তথায় ৪ হাত বা ততোধিক দীর্ঘাকার পুরুষেরা বাস করিবেন এবং তাহারা ৪ হাতের কম দীর্ঘাকার রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন না। ইহাঁদের ভাবি বংশ অবশ্যই সৃষ্টির আশ্চর্য্য হইবে।

পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। পাকপ্রণালী—ইহার ১ম সংখ্যা দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইহাতে মোগলাই খিচুড়ী মোচার দম পোক্ত প্রভৃতি রন্ধনের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা সরল ও যথাযথ হইতেছে। আমাদিগের সুন্দরী পাঠিকাগণের জন্য এই পত্রিকা যে বিশেষ উপযোগী বলা বাহুল্য। ইহার বিশেষ বিবরণযুক্ত বিজ্ঞাপন বামাবোধিনীতে দৃষ্ট হইবে।

২। বঙ্গমহিলা—এই নামে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার যে নমুনা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইলাম। প্রস্তাব সকল চিন্তা প্রসূত ও সুপাঠ্য। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

৩। মুক্তাহার—প্রথমভাগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তকে অনেকগুলি সুললিত ও সুভাব পূর্ণ কবিতা আছে। ইহা দ্বারা ধর্ম্মার্থিগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

৪। আরণ্য প্রসূন—খণ্ড কাব্য, মূল্য ৷৶০ আনা। এই পুস্তকে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবার দুরবস্থা এবং সংসারের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে অনেকগুলি হৃদ্য কবিতা আছে। লেখকের কবিতা লিখিবার শক্তি স্বাভাবিক ও অনর্গল। লেখকের মত সর্ব্বাংশে আমাদিগের অনুমোদিত না হইলেও পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

*** স্থানাভাবে কয়েকখানি পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হইতে পারিল না।